পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম

ফিক্বাহ্ (দেহ সম্পর্কীয় বিদ্যা) (শরীয়াতে জাহেরা)

আক্বাইদ (ঈমান)

ইল্‌মে ক্বলব (ইল্‌মে তাছাওউফ) (অন্তর শুদ্ধির বিদ্যা)

ইবাদত — আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক-যুক্ত বিষয়ের ইল্‌ম

মোয়া'মালাত — মানুষ ও অন্যান্য মাখলুকাতের (বিশ্ব জগতের) সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মানুষ্ঠান ব্যবহার, হক আদায় ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় ইল্‌ম

মুহ্‌লিকাত — মানবতা বিধ্বংসী ও পরজগতে বিনাশ সাধনকারী অন্তর জাত কু-রিপু সম্পর্কীয় ইল্‌ম

মুন্‌জিয়াত — পরিত্রাণকারী মহৎ গুণাবলী সম্পর্কীয় ইল্‌ম

আল্লাহর হক	সৃষ্টির হক	অসৎ স্বভাব বর্জন	সৎ স্বভাব অর্জন
১। ইল্‌ম (বিদ্যা শিক্ষা ও প্রচার গং)	১। খানাপিনা	১। কিব্‌র (অহংকার)	১। তাওবাহ্ (জাহেরী ও বাতেনী গুনাহ্ হইতে ফিরে থাকা)
২। আক্বাইদ (ঈমান)	২। নিক্বাহ	২। হাছাদ (হিংসা)	২। ছবর (ধৈর্য)
৩। ত্বহারাত (পবিত্রতা)	৩। রোজগার	৩। বোগ্‌জ (অন্তরে অন্তরে শত্রুতা)	৩। শোকর (কৃতজ্ঞতা)
৪। নামাজ	৪। হালাল-হারাম	৪। গজব (রাগ-গোস্বা)	৪। তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা করা)
৫। যাকাত	৫। দুস্তি-ছোহবাত	৫। গীবত (অসাক্ষাতে দোষ বর্ণনা)	৫। ইখলাছ (একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের নিয়তে ইবাদত করা)
৬। রোজা	৬। নির্জন বাস	৬। হের্‌ছ (লোভ লালসা)	৬। খাওফ (আল্লাহকে ভয় করা)
৭। হজ্জ	৭। ছফর	৭। কেজব (মিথ্যা কথা বলা)	৭। রজা (বেহেস্তের আশা)
৮। তেলাওয়াতে কোরআন	৮। পিতা-মাতা সন্তান গং হক	৮। বোখল (শরীয়তের বিধান মতে মাল খরচ করতে দেলে না চাওয়া)	৮। মহব্বত (আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের জন্য জানে-মালে জিহাদকে সবচেয়ে বেশী মহব্বত করা)
৯। জিকির ও দো'আ	৯। আত্মীয় স্বজন ইয়াতিম, মিছকিন রাজা-প্রজা গং হক	৯। রিয়া (লোক দেখানো বন্দেগী)	৯। মোরাকাবা (অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করা)
১০। তারতীবুল আওরাদ — দৈনন্দিন কর্তব্য কাজের ধারাবাহিক সময় নিরুপন	১০। পীর (মোর্শেদ) ও মুরীদের হক	১০। গুরুর বা মোগালাতা (অন্তরের ভুল ধারনা)	১০। মোহাছাবা (পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা ও আমলের হিসাব গ্রহণ)

পবিত্র কুরআন, হাদীস ও অতীত যুগের নায়েবে রাসূল গণের কিতাব অনুযায়ী একমাত্র উপরোক্ত পূর্ণাঙ্গদ্বীন (আকাইদ, ফিকাহ ও ইল্‌মে তাছাওউফ) শিক্ষা ও আমলের বিনিময়েই পরকালে মুক্তি।

পর্দা

মুজাদ্দিদে আ'জম, নায়েবে রাসূল

হযরত মাওঃ মুহাঃ হাতেম আলী সাহেব (রহঃ)

www.islamicharf.org

প্রকাশক ও প্রাপ্তি স্থানের ঠিকানা

নায়েবে রাছুল মাওলানা শাহ্ মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব
দুধল মাদ্রাসা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

ও

নায়েবে রাছুল মাওলানা শাহ মোঃ আব্দুশ শাকুর সাহেব
দুধল মাদ্রাসা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

বর্তমান ঠিকানা
মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্রাসা
পোঃ দামপাড়া, নিকলী, কিশোরগঞ্জ।

৭ম প্রকাশ ঃ আগস্ট ২০০৮

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামের (আকাইদ, তাছাওউফ ও ফেকাহের) বিশ্ব অভিযান কল্পে প্রতিটি কিতাবের বিনিময় বা মূল্য স্বরূপ ধর্মীয় সাহায্য–২৫.০০ টাকা।

ভূমিকা

বর্তমান জামানায় কতক মুসলমান আছেন, তাহারা পর্দা প্রথাকে আলেমদের বানানো প্রথা ধারণা করিতেছেন। পর্দা প্রথা যে, আল্লাহ্ তা'য়ালার অলংঘনীয় বিধান তাহা তাহারা ধারণায় আনিতে পারিতেছে না। প্রত্যেক পুরুষ এবং প্রত্যেক মেয়ে-লোকদের জন্য যে পর্দা প্রথা মানিয়া চলা ফরজে আইন এবং এই ফরজ তরক করার অপরাধে যে মানুষ দাইউছ শ্রেণীভুক্ত হইয়া জাহান্নামবাসী হইয়া যাইতেছে তাহা তাহাদের ধারণায়ও আসিতেছে না। কতক নব্য শিক্ষিত মুসলমান আছে তাহারা পর্দা প্রথাকে অজ্ঞ যুগের কু-প্রথা ধারণা করিতেছে। তাই, তাহারা পর্দা প্রথা বর্জন করিয়া মেয়ে-লোকদিগকে সদর রাস্তায়, নদীর তটে (তীরে), খেলার মাঠে নির্মল বায়ু সেবন করাইতেছে। কতক মুসলিম নারীকে দেখা যায় তাহারা আধুনিক সাজে সু-সজ্জিতা হইয়া শাড়ী, জামার দোকানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর কতক মুসলমানের কথা শুনা যায় তাহারা নাকি স্ত্রী, কন্যা, মা, ভগ্নিকে নিয়া থিয়েটার বাইসকোপ দর্শন করাকে একটা মহা গৌরবের কাজ মনে করিতেছে। অজ্ঞ মুসলমানদের মেয়ে- লোকেরা মাঠে, ঘাটে, বিবাহ-শাদীতে যেরূপ অবাধে ভ্রমণ করিতেছে তাহাতে তাহাদিগকে মেয়েলোক ধারণা করা সু-কঠিন হইয়া পড়িতেছে।

আজ মুসলিম সমাজকে বেপর্দার গুনাহ্ হইতে পরিত্রাণ করার জন্য এই পর্দা নামক কিতাবখানা লিখা হইল। ইহা দ্বারা মুসলিম সমাজের কিছুমাত্র উপকার হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব। আমি দু'আ করি আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্ব শ্রেণীর মুসলমান ভাই, ভগ্নিদিগকে কিতাবখানার উপর আমল করার তৌফিক দান করেন।

– গ্রন্থকার

২১ শে কার্ত্তিক, ১৩৬১ সাল।

www.islamicharf.org

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
❑ হামদ না'ত	৬
০১। কোন মেয়েলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম	৭
০২। কোন পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করা নাজায়েয	৮
০৩। পর্দা আলেমদের বানানো প্রথা নহে ইহা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অলজ্ঘনীয় বিধান	৮
০৪। পর্দা করা ফরজ	৯
০৫। বিনা এজাজতে কাহারও অন্দর বাড়ীতে প্রবেশ করা জায়েয নহে	১০
০৬। বোরকা প্রথা কানূনে এলাহী	১১
০৭। মেয়েলোকদের স্বীয় শরীর এবং তাহাদের জেওর জিনত বেগানা পুরুষের সামনে জাহের করা জায়েয নহে	১২
০৮। শরায়ী পর্দা ছাড়া আল্লাহ্ তা'য়ালার গজব হইতে নাজাত পাওয়া যাবে না	১৩
০৯। ধর্ম কুটুম্ব বানানো প্রথা জায়েয নহে	১৪
১০। দেবরকে দেখা দেওয়া নাজায়েয	১৫
১১। ভগ্নিপতি এবং স্বামীর ভগ্নিপতির বাড়ী বেড়াইতে যাওয়া নাজায়েয	১৭
১২। জামাই দর্শনী প্রথা ছাফ হারাম	১৮
১৩। বেপর্দায় স্বাস্থ্য এবং ধর্ম নষ্ট হয়	২০
১৪। মেয়েলোকদের বেগানা পুরুষের বাড়ী বেড়াইতে যাওয়া জায়েয নহে	২১
১৫। বেগানা পুরুষের সামনে যুবতী মেয়েলোকদের মুখমণ্ডল খোলা জায়েয নহে	২২

১৬। বেপর্দাভাবে বিধবা খেদমতের প্রথা জায়েয নহে	২৩
১৭। বেপর্দাভাবে মেয়েলোকদের সফর করা নাজায়েয	২৪
১৮। স্ত্রী, কন্যা, মা, ভগ্নিকে নিয়ে থিয়েটার বাইসকোপ দর্শন করা নাজায়েয	২৫
১৯। মোর্শেদে কামেলের জন্য ও বেগানা আওরাত দর্শন করা জায়েয নহে	২৬
২০। কতক বিদ'আতী পীরেরা মেয়েলোকের প্রেমে মত্ত হইয়া আল্লাহ্‌র গজবে পতিত আছে	২৭
২১। দাইউছের জন্য বেহেশত হারাম	২৮
২২। বেপর্দার কারণে চারদল পুরুষের দোজখ	২৯
২৩। বিবাহ প্রথা-চক্ষুর পবিত্রতা এবং গুপ্ত অঙ্গের পবিত্রতা রক্ষার জন্য	৩০
২৪। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত পর্দানিশীন নেককার মেয়েলোক	৩১
২৫। আল্লাহ্ তা'আলার দীদার হাছিল করিতে চাহিলে পর্দানিশীন মেয়েলোক বিবাহ করিতে হইবে	৩২
২৬। মেয়েলোকেরা কত বৎসরের ছেলেকে দেখা দিতে পারে এবং শিক্ষকেরা কত বৎসরের মেয়েকে পড়াইতে পারে	৩৩
২৭। বেপর্দা মেয়েলোকদিগকে বিবাহ করা এবং ফাছেক কায়দার ছেলের কাছে মেয়ে বিবাহ দেওয়া উচিত নহে	৩৪
২৮। হজরত ঈসা (আঃ) - এর মাতা বিবি মরিয়ম (আঃ) তালা মারা পর্দার ভিতরে বসবাস করিতেন	৩৬
২৯। যাহাদের সাথে দেখা দেওয়া জায়েয আছে তাহাদের নাম	৩৮
৩০। যাহাদের সাথে দেখা দেওয়া জায়েয নাই তাহাদের নাম	৩৯
৩১। পর্দা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৯

www.islamicharf.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ رِّجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَشَرَعَ لِتَكْرِيْمِهِمْ وَتَطْهِيْرِ قُلُوْبِهِمْ لِبَاسًا وَّحِجَابًا وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ هَادِي الْمُضِلِّيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

হামদ না'ত

অসীম প্রশংসা সেই আল্লাহ্ তা'আলার,
মৃত্তিকা হইতে যিনি সৃজিয়া বাশার,
নর-নারী দুই জাতি দিলেন বানাইয়া,
স্বতন্ত্র হুকুম ফের দিলেন বাতাইয়া।
শেকেল ছুরত আর মেজায-স্বভাব,
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আদি আর মনোভাব।
খানাদানা চলা ফেরা হার এক কাজ
আজন্ম বিভেদ দিলেন উভয়ের মাঝ।
রোজা ও নামাজ আদি যত ইবাদত,
নারী পুরুষের প্রায় নহে একমত।
পুরুষ নামাজ পড়ে সারাটি বছর,
নারী লোক অপারগ তাহার ওজর।
রমজানে হয় ত্রিশ পুরুষের রোজা,
দিন কত নারীদের হয়ে যায় কাজা।
হাটাচলা কাম কাজে অক্ষম রমণী,
খোদার কৃপায় যবে হয় সে গর্ভিনী।
জুম'আ ও জামা'আত আর ঈদের নামায,
মুল্লুক চালনা আর নবুয়তী কাজ।
এ কাজে পুরুষ হল শুধু সরদার,
নারীর ইহাতে নাহি জিম্মা অধিকার।
হালচাষ কৃষিকার্য্য বাণিজ্যে গমন,
এসব নারীর তরে অতি অশোভন।
নারীর বৈশিষ্ট্য প্রভু রক্ষার কারণ

www.islamicharf.org

ব্যবস্থা করেন ভিন্ন পর্দা ও বসন।
রমণীর বাসস্থান লেবাছ পোশাক,
পুরুষ হইতে তাহা সবই পৃথক।
তাই যদি সাজে নর শাড়ী গহনায়,
এ দৃশ্য কাহারও কাছে শোভা নাহি পায়।
অনুরূপ নারীগণ পুরুষ ভূষণে,
সজ্জিতা হইলে শোভা পাইবে কেমনে?
"কিবা শোভা পায় মণি কামিনীর গলে"
কিবা শোভা পায় শশি গগণ মণ্ডলে।
ধিক তার জ্ঞান পরে ধিক শতবার,
যে কহে "পুরুষ নারী সম অধিকার"।
দুরূদ ছালাম মোর নবীর রওজায়,
সুনীতি কুসুম যিনি ফুটালেন ধরায়।
আল ও সাহাবা যত ছিলেন তাঁহার,
সবার উপরে হয় রহম আল্লাহ্র।

১। বেগানা মেয়েলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম

কোরআন মজিদে সূরা নূরে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন -

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ -

মূলঅর্থ :- হে মোহাম্মদ (সঃ)! আপনি ঈমানদার পুরুষদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন তাহাদের স্বীয় চক্ষুদ্বয়কে বেগানা মেয়েলোক দর্শন থেকে ফিরাইয়া রাখে এবং তাহাদের গুপ্ত অঙ্গকে হেফাজতে রাখে। ইহাই তাহাদের জন্য অন্তরের পবিত্রতা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষে যাহা করিতেছে তাহা অবগত আছেন।

এই আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায়, বেগানা মেয়েলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম এবং পর-স্ত্রী ব্যবহার করাও হারাম, কবিরা গুনাহ। লোকে পর-স্ত্রী ব্যবহার করাকে হারাম জানে, কিন্তু পর-স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করাকে হারাম জানে না। মনে করে একটু দেখায় আসে যায়

কি? দেখার সঙ্গে সঙ্গে যে অন্তরের পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা তাহারা ধারণায়ও আনিতে পারিতেছে না। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট বলিয়াছেন, "তোমাদের বেগানা মেয়েলোক দর্শন না করাই পবিত্রতা।" দেখার ভিতরে মারাত্মক ক্ষতি না থাকিলে আল্লাহ্ তা'য়ালা পর-স্ত্রী দর্শন করিতে নিষেধ জারি করিতেন না। লোকে গোপনভাবে দর্শন করিতে পারে তজ্জন্য সাবধান বাণী শুনাইয়া দিয়াছেন যে, "নিশ্চয়ই মানুষে যাহা করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহা অবগত আছেন।"

২। বেগানা পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করা নাজায়েয

কোরআন মজিদে সূরা নূরে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন -

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ

মূলঅর্থ :- হে প্রিয় মোহাম্মদ (সঃ) আপনি বলিয়া দিন, ঈমানদার মেয়েলোকদিগকে তাহারা যেন বেগানা পুরুষ দর্শন করা হইতে চক্ষুদ্বয়কে ফিরাইয়া রাখে এবং তাহাদের গুপ্ত অঙ্গকে হেফাজতে রাখে।

এই আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায়, বেগানা পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করা গুনাহের কার্য্য। মেয়েলোকেরা ধারণা করে যে, তাহারা বেগানা পুরুষকে একটু দর্শন করিবে ইহাতে কি আসে যায়? তাই দেখা যায় তাহারা বেড়ার আড়াল থেকে পুরুষদিগকে দর্শন করিয়া থাকে। তাহারা একটু চিন্তা করে না যে, যদি তাহাদের পুরুষ দর্শনে কোন ক্ষতি না থাকিত, তবে খোদা তা'আলা পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে নিষেধ জারি করিতেন না।

৩। পর্দা আলেমদের বানানো প্রথা নহে, ইহা একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার অলংঘনীয় বিধান

কোরআন মজিদে সূরা আহ্জাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন -

وَاِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ - ذَالِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ

মূলঅর্থ :- যখন তোমরা বেগানা মেয়েলোকের নিকট হইতে কোন জিনিস তলব করিতে ইচ্ছা কর, তখন তোমরা পর্দার আড়াল হইতে তলব করিও, ইহাতে তোমাদের পুরুষ এবং মেয়েলোক উভয়ের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষা হইবে।

এই আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায় পর্দা প্রথা পালন না করিলে পুরুষ ও মেয়েলোক উভয়ের অন্তরের পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। **এই আয়াতে আরও পরিস্কার বুঝা যায়** পর্দা প্রথা আলেমদের বানানো প্রথা নহে; ইহা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অলজ্ঘণীয় বিধান কঠোর নির্দেশ। এক্ষণে যাহারা পর্দা প্রথা নিয়া হাসি-ঠাট্টা করে বা মোল্লাদের (আলেমগণের) বানানো প্রথা ধারণা করে তাহারা ধর্মজ্ঞানে অন্ধ বা ধর্মদ্রোহী লোক, তাহাদের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নহে। উহারা ইসলামের শত্রু, আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে হেদায়েত করুন।

৪। পর্দা করা ফরজ

কোরআন মজিদে সূরা আহ্জাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন -

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

মূলঅর্থ :- মুসলমান মেয়েলোকেরা নিজ বাড়ীতে পর্দার ভিতরে বসবাস করিবে, তাহারা যেন অজ্ঞযুগের মেয়েলোকদের মত বাড়ীর বাহিরে বেপর্দাভাবে চলাফেরা না করে।

এই আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায়, পর্দাপ্রথা আল্লাহ্ তা'আলার বানানো কানুন, আর বেপর্দায় বাড়ীর বাহিরে চলাফেরা করা অজ্ঞযুগের কু-প্রথা। আজকাল কতক মুসলমান নিজেকে শিক্ষিত বলে দাবী করিতেছে, কিন্তু তাহাদের মেয়েলোকেরা যেরূপ বেপর্দায় রাস্তাঘাটে ভ্রমণ করিতেছে তাহাতে তাহাদিগকে অজ্ঞযুগের অজ্ঞলোকদের চেয়েও হেয় বলিয়া ধারণা হইতেছে। তাহারা নারীদিগকে আধুনিক সাজে সুসজ্জিতা করিয়া নদীর তটে (তীরে-কুলে), সদর রাস্তায়, খেলার মাঠে, নির্মল বায়ু সেবন করানোটা একটি মহা গৌরবের কাজ মনে করিতেছে। আল্লাহ্ তা'আলা যে তাহাদিগকে অজ্ঞযুগের কু-প্রথা বর্জন করার জন্য আদেশ জারী করিয়াছেন তাহা তাহারা ধারণায়ও আনিতে পারিতেছে না। আল্লাহ্র কানুন নারী সমাজের দ্বারা অমান্য করাইলে যে দাইউছ শ্রেণীভুক্ত হইয়া দোজখবাসী হইতে হইবে তাহার খবরই তাহারা রাখেন না। আর অজ্ঞ সমাজের তো কথাই নাই। তাহারা একবাক্যে বলিয়া থাকে যে, আমরা ছোট মানুষ পর্দাপ্রথা পালন করিতে অক্ষম। আল্লাহ্ তা'আলা যে হাশর প্রান্তরে বড়-ছোট কাহাকেও বিচার হইতে রেহাই দিবেন না, তাহা তাহারা কল্পনায়ও আনিতে পারিতেছে না। কতক মুসলমান আছে,

www.islamicharf.org

তাহারা ধরাকে শরারমত মনে করে, তাহাদের ধারণা বড় মিয়া, ছোট মিয়া ও দেশের সকলেই যখন বেপর্দায় চলাফেরা করে তখন বে-পর্দার গুনাহ হয়ত রহিত হইয়া গিয়াছে। বর্তমান জামানায় কতক বিদ'আতী মুন্সী, মৌলভী আছে তাহারা দেশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তাহারা মনে করে, পর্দাপ্রথা বর্জন করা যখন সমাজ প্রথায় পরিণত হইয়াছে; তখন আর আমরা এত বড় মেহনতে যাই কেন? তাই তাহাদের বিবি সাহেবারাও সদর রাস্তায় এবং মাঠে-ঘাটে ভ্রমণ করিতে কছুর করিতেছে না। এমন কি কতকের বিবি সাহেবারা নাকি নদীর ঘাটেও গোসল কাজ সমাধা করিতেছে। ইহা দর্শনে অজ্ঞ সমাজ মনে করিতেছে পর্দাপ্রথা ফরজ হইলে বা বেপর্দার জন্য দোজখবাসী হইলে আমাদের মুন্সী সাহেব কি দোজখে যাইতে রাজী হইয়াছেন? যাহা হউক, আমি সর্ব শ্রেণীর মুসলমানদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাহারা যেন আমার পর্দা নামক কিতাবখানা আউয়াল ও আখের ভাল করিয়া পাঠ করেন, তাহা হইলে পর্দার কদর বুঝিতে পারিবেন এবং গুনাহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

৫। বিনা এজাযতে কাহারও অন্দর বাড়ীতে প্রবেশ করা জায়েয নহে

কোরআন মজিদে সূরা নূরে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا

মূলঅর্থ :- হে ঈমানদারগণ! তোমরা অপরের বাড়ীতে বিনা এজাযতে প্রবেশ করিও না, কাহারও বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চাহিলে প্রথমে এজাযত চাহিবে, অতঃপর ছালাম জানাইবে তৎপর প্রবেশ করিবে।

মানুষের বাড়ীখানা দুইভাগে বিভক্ত-অন্দর বাড়ী ও বাহির বাড়ী, পুরুষেরা যেটুকুর ভিতরে চলাফেরা করে উহা বাহির বাড়ী; আর মেয়েলোকেরা যেটুকুর ভিতরে চলাফেরা করে উহা অন্দর বাড়ী। অন্দর বাড়ীতে বিনা এজাযতে প্রবেশ করিলে বেগানা মেয়েলোকদের সাথে সাক্ষাত হইতে পারে তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কাহারও অন্দর বাড়ীতে প্রবেশ করিতে এজাযত এবং ছালাম জানানোর প্রথা জারী করিয়াছেন। **এই প্রথা অনুযায়ী বুঝা যায় শ্বশুর বাড়ী, দামাদ (জামাই) বাড়ী, মামু বাড়ী যে কোন বাড়ীতে প্রবেশ করিতে এজাযত ও ছালাম ছাড়া**

প্রবেশ নিষেধ। এই নিষেধ মানিয়া চলা ফরজ। আমাদের দেশে যে অবাধ ভ্রমণের প্রথা প্রচলিত আছে ইহা ছাফ হারাম। সমাজে যতদিন পর্যন্ত পর্দা প্রথা প্রচলন না হইবে, সমাজ ততদিন এই হারাম কাজে রত থাকিবে। তাই, সমাজের কাছে অনুরোধ- তাহারা যেন পর্দা প্রথার প্রচলন করিয়া এই হারাম কাজ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

৬। বোরকা প্রথা কানুনে এলাহী

কোরআন মজিদে সূরা নূরে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন -

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

মূলঅর্থ :- মেয়েলোকেরা যখন বিশেষ জরুরী কাজের জন্য পর্দার বাহির হইবে, তখন তাহারা বোরকা পরিধান করিয়া বাহির হইবে।

হযরত (সঃ) এর জামানায় আরবের মেয়েলোকেরা জেওর পোষাকে সু-সজ্জিতা হইয়া রাজপথে হাটা-চলা করিত, দুষ্ট যুবকেরা তাহাদের সাজ-সজ্জার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। কতকে পিছনে পিছনে দৌড়াইত। এই কুদৃষ্টির কারণে তাহাদের যেরূপ অন্তরের পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যাইত, সেইরূপ চরিত্রও নষ্ট হইয়া যাইত। অপরদিকে নারী সমাজের সম্মানও লাঘব হইত এবং কু-দৃষ্টির কারণে সমাজের মধ্যে ব্যাভিচারীর মাত্রাও বৃদ্ধি হইতে থাকিত। আল্লাহ্ তা'আলা নারী সমাজের সম্মান এবং পবিত্রতা রক্ষার জন্য বোরকা প্রথার প্রচলন করিলেন। যাহারা খাঁটি মুসলমান তাহারা সকলেই বোরকা প্রথা পছন্দ করিয়াছেন এবং অবলম্বনও করিয়াছেন। মুসলমানদের মধ্যে যাহারা মোনাফেক, দুষ্ট, ফাছেক একমাত্র তাহারাই বোরকা প্রথা নাপছন্দ করেন। তাহারা মনে করেন রাস্তা-ঘাটের বিলাতী ছাঁচের যুবতীদিগকে দর্শন করিয়া কত আনন্দ অনুভব করিতাম, তাহা সবই বোরকার কল্যাণে বন্ধ হইয়া যাইবে। আর কতক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা নারীরা বোরকা প্রথার নাম শুনিলে ভয়ানক চটিয়া যায়। তাহারা মনে করেন আমরা ছোট বেলা হইতে আজ প্রায় ১৫/২০ বৎসর যাবত স্কুল, কলেজের পথে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় হাঁটা-চলা করিলাম, বিলাত পর্যন্ত অবাধে ভ্রমণ করিলাম, নদীর তটে, খেলার মাঠে কত নির্মল বায়ু সেবন করিলাম, আমাদের দৃশ্যে যুবকেরা কত আনন্দ লাভ করছে, আমরাও যুবক দর্শনে কত আনন্দ লাভ করছি; এক্ষণে বোরকা প্রথা প্রচলন করিয়া আমাদের সব স্ফূর্তিই বিনাশ করিয়া

www.islamicharf.org

দিবে। আমরা শিক্ষিতা মেয়েলোক কখনোই ইহা মানিব না। আর যদি কেহ জোর করিয়া আমাদের ঘাড়ে বোরকা প্রথা চাপাইতে চায়, তবে আমরা স্বাধীন দেশের মেয়েলোক- আমরা স্ত্রী আন্দোলন করিয়া, বিবাহ প্রথাই উঠাইয়া দিব। আক্ষেপ! তাহারা এতটুকু ভাবে না যে এসব কল্পনায় ঈমান থাকে কি যায়? আর এদের অভিভাবকেরা মনে করেন, তাহাদের জীবন ধন্য, তাহাদের মেয়েরা শিক্ষার বলে- ধর্মের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, এখন তাহাদের মেয়েরা মোল্লাদের (আলেমগণের) কথায়ও ভ্রুক্ষেপ করে না।

[আল্লাহ্ প্রদত্ত কোন ধর্মীয় বিধান অস্বীকার বা ঠাট্টা করা যে চরম মুর্খতা ও অমার্জনীয় অপরাধ এবং উহার কারণে আখেরাতে অকল্পনীয় শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ইহার কিছুই উপরোক্ত অভিভাবকরা একেবারেই বুঝে না। আল্লাহ্ উহাদেরকে খালেছ্ তাওবার মাধ্যমে চরম মুর্খতা ও দোযখের ভীষণ শাস্তি হইতে বাঁচার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্র দরবারে ইহা আমাদের বিশেষ দু'আ।]

-প্রকাশক

৭। মেয়েলোকদের স্বীয় শরীর এবং তাহাদের জেওর জিনত বেগানা পুরুষের সামনে জাহের করা জায়েয নহে

কোরআন মজিদে সূরা নূরে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন -

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

মূলঅর্থ :- মেয়েলোকেরা যেন তাহাদের জেওর জিনাতকে বেগানা পুরুষের সামনে জাহের না করেন।

এ দেশের কতক মুসলমানেরা বিবাহিতা কন্যাকে জেওর পোষাকে সু-সজ্জিতা করিয়া বরযাত্রীর লোকদিগকে দেখাইয়া গৌরব মনে করে। তাহারা কন্যাকে একখানা চৌকির উপর খাড়া (দাঁড়া) করিয়া মুখমণ্ডলের কাপড় খুলিয়া ফেলে, নববধূ লজ্জায় চক্ষু মুদিয়া থাকে। বরযাত্রীরা নববধূ দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া একযোগে মারহাবা বলিতে থাকে, মাশাআল্লাহ্ বধূ খুব ভালই হইবে; বধূ যখন চক্ষু মুদিয়া আছেন তখন বুঝা যায় খুব লজ্জাবতী হইবে। তাহারা নববধূকে ভগ্নীপতি দ্বারা পাল্কি হইতে আড়কোল করিয়া উঠাইয়া চিরপ্রথা পালন করিতেছে। অজ্ঞ সমাজের তো কথাই নাই। তাহারা শালাবধূকে অর্ধ স্ত্রী ধারণা করিতেছে। তাহারা ভাবী, শালী, শালাবধূদের সাথে হাসি-ঠাট্টা, হাতা-হাতি, গল্প-গুজব

যেভাবে করিতেছে তাহাতে মনে হয় যেন তাহাদের বিবাহ প্রথার কোন আবশ্যকতাই নাই। পর স্ত্রীর সঙ্গে গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদি যে পরিস্কার হারাম, ব্যাভিচারী কাজ তাহা তাহারা আদৌ চিন্তা করে না। আজ কতক উচ্চ শিক্ষিতা মেয়েরা তাহাদের শাড়ী, জামা, টাইট ব্লাউজ ইত্যাদি নিজ হস্তে নিজ চক্ষে দেখিয়া শুনিয়া খরিদ করাটা একটা মহাগৌরবের কাজ মনে করিতেছে। তাহারা একখানা জামা খরিদ করার জন্য যেরূপ দোকানে দোকানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাতে তাহাদিগকে মুসলিম নারী বলে ধারণা করা সু-কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যে মুসলিম নারীর ইজ্জত রক্ষার জন্য জুম'আ জামা'আত মাফ হইয়া গেল, তাহারা সদর রাস্তায় অবাধে ভ্রমণ করে কি করিয়া?

কতক নারীরা তো (আধুনিক) শিক্ষার বলে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে বলিয়া ধারণা করতঃ চরম গোমরাহী বা ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছে। তাই তাহারা এখন অন্দর বাড়ীতে থাকাটা লজ্জাবোধ (মনে) করে, তাহারা মুখমণ্ডল ঢাকিয়া রাখাটা, অজ্ঞযুগের কুপ্রথা ধারণা করিতেছে। তাই তাহারা বিরাট জলছায়, সমাজ সেবার কাজে রত থাকিতে গৌরব মনে করিতেছে। এ নারীরা যখন বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া লিকচার শুরু করে তখন তাহারা মেয়েলোক, না পুরুষলোক তাহা তাহাদের স্মরণ থাকে না। তাহারা যে মুসলমান নারী তাহা তাহাদের কল্পনায়ও থাকে না। আল্লাহ্ তা'আলা যে মেয়ে-জাতির জেওর, জিনাত, গলার আওয়াজ বেগানা পুরুষের সামনে এজহার করিতে নিষেধ জারি করিয়াছেন এবং তাহারা যে জুম'আ, জাম'আত ও আওয়াজ করিয়া নামাজ পড়ার সনদ প্রাপ্তা হইতে পারে নাই, তাহা তাহাদের চিন্তায়ও আসে না। ইহারা যে সমাজ সেবার নামে পুরুষদিগকে আল্লাহ্র গজবে নিপতিত করিতেছে, তাহা তাহাদের আদৌ চিন্তা নাই। পর-স্ত্রীর প্রতি দর্শন করা এবং পর-স্ত্রীর গলার আওয়াজ শ্রবণে মত্ত হওয়া যে মহাপাপ তাহা শ্রোতাদেরও স্মরণ থাকে না।

৮। শরায়ী পর্দা ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার গজব হইতে নাজাত পাওয়া যাবে না

হযরত (সঃ) বলিয়াছেন -

لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ اِلَيْهِ – (اَلْبَيْهَقِيُّ فِى شَعَبِ الْاِيْمَانِ)

www.islamicharf.org

মূলঅর্থ :- যাহারা বেগানা মেয়েলোক দর্শন করিতেছে এবং যে সমস্ত মেয়েলোকেরা বেগানা পুরুষকে দেখা দিতেছে তাহাদের উভয়ের উপরে আল্লাহ্‌র গজব অবতীর্ণ হইতেছে।

এই হাদীসে পরিস্কার বুঝা যায়, সমাজে যতদিন পর্দাপ্রথা প্রচলন না হইবে, ততদিন সমাজ আল্লাহর গজবে পতিত থাকিবে। এক্ষণে (এই অবস্থায়) আল্লাহ্‌র গজব হইতে পরিত্রাণ লাভ করার জন্য পর্দাপ্রথা অবলম্বন করা একান্ত জরুরী। কতক মুসলমান আছে, তাহারা ভদ্রতার পর্দা করিয়াছে, অর্থাৎ বাড়ীতে জমিদারী কায়দায় ছাদ দেওয়াল বা টিনের বেড়া খাড়া (দাঁড়া) করিয়াছে, অপরিচিত লোকেরা তাহাদের সিংহ দরজায় দাঁড়াইতে ভয় পায়। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনেরা বা প্রতিবেশীরা হাবেলীর ভিতরে অবাধে ভ্রমণ করিয়া থাকে। মাহ্‌রাম-গায়রে মাহ্‌রাম অর্থাৎ কাহার সহিত দেখা করা জায়েয আছে, আর কাহার সহিত দেখা করা জায়েয নাই, তাহার খবরই তাহারা রাখে না। বদলা-কামলারা অনবরত মেয়েলোকদের সঙ্গে বাড়ীর মানুষের মত দেখা সাক্ষাত ও আদান-প্রদান করিতেছে। তাহারা মনে করে বাড়ীতে যখন ছাদ দেওয়াল বা প্রাচীর খাড়া আছে তখন আর বেপর্দার পাপের ভয় কি? এই শ্রেণীর লোকেরাও আল্লাহ্‌র গজবে পতিত আছে।

৯। ধর্মকুটুম্ব বানানো প্রথা জায়েয নহে

সূরা মোজাদিলাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,-

اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰئِىْ وَلَدْنَهُمْ - وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا

মূলঅর্থ :- যাহার উদর হইতে মানুষ জন্মগ্রহন করিয়াছে তিনিই প্রকৃত মাতা এবং মানুষে অপর মানুষকে যে মাতা বলে ডাকিয়া থাকে তাহা তাহাদের অবৈধ এবং মিথ্যা কথা।

এই আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায়, আমাদের দেশে যে ধর্মীয় আত্মীয় বানানোর প্রথা আছে তাহা জায়েয নহে। কতক মুসলমান আছেন তাহারা ধর্ম মাতা, ধর্ম পিতা, ধর্ম ভগ্নি বানানোর প্রথা করিয়াছে, আর কতক মুসলমান আছে তাহারা উকিল মাতা, উকিল পিতা, উকিল ভাই, উকিল ভগ্নি বানানোর প্রথা করিয়াছে। আর কতকে দোস্ত, মিতা বানানোর প্রথা করিয়াছে এবং তাহাদের সঙ্গে অবাধে দেখা সাক্ষাত করিতেছে। তাহারা এই দেখা-সাক্ষাৎকে কোন দোষণীয় মনে করে না। তাহারা আপন

মেয়ের চেয়ে ধর্ম-মেয়ে, উকিল মেয়েকে বেশী স্নেহ করিয়া থাকে। এদের মেয়েলোকেরা ও ধর্ম-বাবা উকিল-বাবাকে আপন বাবার চেয়ে বেশী ভালবাসিয়া থাকে। আপন বাবার বাড়ী বেড়াইতে ভুল হইলেও ধর্ম-বাবার বাড়ী বেড়াইতে ভুল হয় না। এদের ধর্ম-ভাইরা এবং উকিল ভাইরা আপন ভাইর চেয়ে তাদেরে বেশী ভালবাসিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোকেরা বিবাহ শাদীতে ধর্মকুটুম্ব দ্বারা বাড়ী-ঘর বোঝাই করিয়া ফেলে। এই মুখ বোলান ধর্মীয় আত্মীয়তা করা এবং তাহাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা কোন দোষণীয় মনে করিতেছে না। ইহা যে ছাফ হারাম, ব্যাভিচারী কাজ, অবৈধ কাজ তাহা তাহারা ধারণায়ও আনিতে পারিতেছে না। এই ধর্মীয় আত্মীয়তার প্রথায় যে কত শত লোক দাইউছ শ্রেণীভুক্ত হইয়া জাহান্নামবাসী হইয়া যাইতেছে তাহার ইয়াত্তা নাই। এই ধর্মীয় আত্মীয়তার প্রথায় সমাজ যে আজ কতটুকু কলঙ্কিত তাহা (সংশ্লিষ্ট) কাহারও অজ্ঞাত নাই, আশা করি, যাহারা ধর্ম-কুটুম্ব বানাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহারা অতিসত্বর তাওবা করিয়া এই কু-প্রথা চিরতরে বর্জন করিয়া বেপর্দার গুনাহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। তবে নেক্‌কার পরহেজগার লোকেরা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যে দুস্তি বা মিতালী করিয়া থাকেন এবং তাহারা শরীয়তের হদ মানিয়া চলেন ইহা ভিন্ন কথা। (অর্থাৎ ধর্মীয় বিধান পূর্ণভাবে মান্য করিয়া আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দুস্তি মিতালী স্থাপন জায়েয।)

১০। দেবরকে দেখা দেওয়া না জায়েয

قَالَ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ - قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ (بُخَارِىٌّ)

মূলঅর্থ :- হযরত (সঃ) বলিয়াছেন ঃ- যে বাড়ীতে বেগানা মেয়েলোক আছে সেই বাড়ীতে তোমরা প্রবেশ করিও না। ইহা শ্রবণে একজন আনসারী সাহাবা বলিলেন, হযরত! দেবর সম্বন্ধে কি বলেন? হযরত (সঃ) বলিলেন দেবরতো মৃত্যুর সমতুল্য অর্থাৎ দেবরের পক্ষে ভাবি সাহেবাকে দর্শন করা বেশী ক্ষতিজনক।

এই হাদীসে বুঝা যায় দেবরকে দেখা দেওয়া ছাফ হারাম। এদেশের কতক মেয়েলোকেরা স্বামীর ছোট ভ্রাতা দেবরকে আপন সহোদর ভ্রাতার মত ধারণা করে এবং সামনে বসাইয়া নিজ হাতে

www.islamicharf.org

খাদিমদারী করিয়া খানা খাওয়াইয়া থাকে এবং এই দেবরের সঙ্গেই স্বামীর বাড়ী যাতায়াত করিয়া থাকে, আবার কতক মেয়েলোকেরা দেবরের সঙ্গে এরূপভাবে গল্পগুজব হাসি ঠাট্টা করিয়া থাকে যাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আর ইহাদের অভিভাবকেরা মনে করে দেবর ভাবিতে ইহা হইয়াই থাকে। আর স্বামী মনে করে স্নেহের ছোট ভাই যে বিবির সাথে একটু হাতাহাতি গল্প-গুজব যাহা করিতেছে তাহা স্নেহের পরিচয় দিতেছে তাহা দেবর ও ভাবির দেখা সাক্ষাতের ভিতরে যে কোনরূপ ক্ষতি আছে তাহা তাহারা ধারণাই করিতে পারিতেছে না। তজ্জন্যই বিশ্ব নবীর হাদীসে দেবর ভাবির সাক্ষাতকে মৃত্যু বলা হইয়াছে- অর্থাৎ যেমন- মৃত্যুর হাতে পতিত হইলে জানের ভয় আছে, তদ্রুপ দেবরের হাতে পতিত হইলে ঈমান যাওয়ার ভয় আছে।

দেবর ও ভাবি নিয়া সমাজ যে আজ কতটুকু কলঙ্কিত তাহা সমাজের ভাল জানা আছে। যাহা হউক, আমি এই শ্রেণীর মুসলমান ভাইদিগকে অনুরোধ করি, তাহারা যেন বিশ্ব নবীর হাদীসের প্রতি আমল করার জন্য মা, ভগ্নীদিগকে নসিহত করেন।

মা, ভগ্নীরা যদি নসিহত অমান্য করিয়া দেবরকে দেখা দেয়, তবে তাহাদের প্রত্যেক নজরের জন্য হাজার হাজার বৎসর দোজখের ভীষণ অগ্নিতে দগ্ধিভূত হইতে হইবে। আর **দোজখের অগ্নি দুনিয়ার অগ্নি হইতে সত্তর গুণ তেজ বেশী রাখে।** আজ দেবরকে দেখা দেওয়ার জন্য কতকাল দোজখের ভীষণ অগ্নিতে জ্বলিতে হইবে তাহা যদি মেয়েলোকেরা ভাল রকম জানিতে পারিত তাহা হইলে মেয়েলোকেরা খুন হইতে রাজী হইত। কিন্তু দেবরের সঙ্গে যাতায়াত করিতে বা দেখা সাক্ষাৎ করিতে রাজী হইত না।

এদেশে কতক মুসলমান আছে তাহারা দেবর ভাসুরের সাক্ষাতকে নেহায়েত খারাপ ধারণা করে বটে, কিন্তু সামাজিক প্রথার চাপে উহার প্রতিবাদ করিতে পর্যন্ত সাহস পাইতেছে না। শুনা গেছে অনেকে প্রতিবাদ করিতে গিয়া বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়া গিয়াছে, যেহেতু তাহাদের পিতা-মাতায় পর্দার কদর বোঝে নাই। যাহাদের পিতামাতায় শরায়ী পর্দার কদর বোঝে না তাহাদের পক্ষেই পর্দা সু-কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যে সমস্ত আত্মীয়স্বজনেরা শরায়ী পর্দার নাম শুনিলে চটিয়া যায় তাহাদের সঙ্গে সহযোগীতা বর্জন করাই উচিত।

১১। ভগ্নীপতি এবং স্বামীর ভগ্নীপতির বাড়ীতে বেড়াইতে যাওয়া নাজায়েয (শরয়ী পর্দার ব্যবস্থা না থাকলে)

হাদীস শরীফে আছে -

اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْاُذْنَانِ زِنَاهُمَا اَلاسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ
اَلْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا اَلْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا اَلْخُطُّ وَالْقَلْبُ يَهْوِ وَيَتَمَنّى
وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ اَوْ يُكَذِّبُهُ -

সংক্ষেপে মূল কথা ঃ হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, দুই চোক্ষের যিনা হইতেছে বেগানা আওরাত দর্শন করা, দুইটি কানের যিনা হইতেছে বেগানা আওরাতের কথা শ্রবণ করা, জিহ্বার যিনা হইতেছে বেগানা আওরাতের সঙ্গে গল্প করা, হাতের যিনা হইতেছে ধরা (আদান) প্রদান করা, পায়ের যিনা হইতেছে হাটিয়া যাওয়া, অন্তরের যিনা হইতেছে কু-কল্পনা করা।

এই হাদীসে পরিস্কার বুঝা যায়, বেগানা পুরুষের বাড়ীতে বেড়াইতে গেলে সর্বাঙ্গ যিনার গুনাহে পতিত হয় এবং অন্তরের পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। এদেশের কতক মেয়েলোকেরা স্বামীর ভগ্নীপতির বাড়ী সখ করিয়া বেড়াইতে যায়। আর তাহাদের শ্বাশুড়ীও পুত্রবধূকে দুলামিয়ার বাড়ীতে যাওয়াটা গৌরবের কাজ মনে করে। আর দুলামিয়ায় তো শালাবধূকে বাড়ীতে নিতে পারিলে কল্পনাতীতভাবে বহু কিছু বিক্রি করিতেও কুন্ঠিত হয় না। শুনা যায়, কতক জায়গায় বিবির জেওর বন্ধক রাখিয়া শালাবধূর জন্য পিঠা ও খাসীর যোগার করে। কতকে জমিন বিক্রি করিয়া শালাবধূর রঙ্গের শাড়ী খরিদ করে। এই শ্রেণীর লোকেরা বিবির পিছনে যাহা ব্যয় করে তাহার চেয়ে বহুগুণে বেশী ব্যয় করে শালাবধূর পিছনে। এইসব আদর যত্নের বদৌলতে শালাবধূরা স্বামীর বাড়ীর চেয়ে স্বামীর ভগ্নীপতির বাড়ী থাকিতে বেশী শান্তিবোধ করে। এই কু-প্রথাতে সমাজে যে কত গুপ্ত খুনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা বয়ান করার দরকার হয় না। শুনা গেছে একজন লোক শালাবধূর প্রেমে মত্ত হইয়া শালাকে খুন করিয়া ফাঁসির কাষ্ঠ বরণ করিয়াছে। শুনা যায়, কতকে শালা এবং শ্বাশুড়ীর সাক্ষাতে শালাবধূকে আঁড়কোলে করিয়া নিজের কোলে বসাইয়া এক বর্তনে খানা খায়; ইহাতে বধূ নারাজি

www.islamicharf.org

(অসন্তুষ্টি) প্রকাশ করিলে শ্বাশুড়ী বধূকে নসীহত করে বলে বউ মা তুমি দুলামিয়ার সাথে দু-এক লোকমা খানা খাও, নচেৎ দুলামিয়া চিরতরে বেজার হইয়া যাইবে। যাহা হউক এই শ্রেণীর মুসলমান ভাইদিগকে অনুরোধ করিতেছি, আপনারা যদি সত্যই মুসলমান হন, তবে আপনারা শালাবধূকে বাড়ীতে নেওয়ার উল্লিখিত প্রথা তাওবা করিয়া ছাড়িয়া দিন। কেননা শালাবধূকে বাড়ীতে নেওয়া এবং তাহাকে রঙ্গের শাড়ী দান করিয়া গল্প গুজব করা তো দূরের কথা তাহাকে এক নজর দর্শন করাও জায়েয নহে। এই শ্রেণীর লোকদের জন্য (দাইউছদের জন্য হিসাবান্তে) বেহেস্ত হারাম। ইহারা বেহেস্তের পাঁচ শত বৎসর দূরে থাকিবে। এদেশের কতক মেয়েরা ভগ্নীপতিকে দেখা দেয় এবং তাহার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব, হাতাহাতি এরূপভাবে করে যাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই মেয়েরা ভগ্নীপতির বাড়ী গিয়া পনের-বিশ দিন কাল যাপন করে। ভগ্নীপতিরাও শালির পিছনে যাহা ব্যয় করে তাহা বিবির পিছনেও ব্যয় করে না। এই বেপর্দার ছববে (কারণে) অনেক জায়গায়ই শুনা যায় স্ত্রীকে তালাক দিয়া শালি বিবাহ করিয়া থাকে। আর অনেকে দুই ভগ্নিকে একত্রেই রাখিতেছে। আমি সকল মুসলমান ভাই ভগ্নিদিগকে নসীহত করিতেছি, তাহারা যেন উল্লিখিত কু-প্রথা তাওবা করিয়া ছাড়িয়া দেন, নচেৎ তাহাদের জন্যও হাদীস অনুসারে (হিসাবান্তে) বেহেস্ত হারাম।

১২। জামাই দর্শনী প্রথা ছাফ হারাম

হাদীস শরীফে আছে -

عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُوْنَةُ اِذْ اَقْبَلَ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ
فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰى لَايُبْصِرُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ هُوَ اَعْمٰى وَاَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ (تِرْمِذِيٌّ وَ اَبُوْدَاؤُدْ)

মূলঅর্থ :- হযরত উম্মে ছালমা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক দিবস হযরতের নিকটে উম্মে ছালমা আর মায়মুনা (রাঃ) বসিয়া ছিলেন। এমতাবস্থায় ইবনে উম্মে মাকতুম উপস্থিত হইলেন। ইহাতে হযরত (সঃ) বিবিদ্বয়কে বলিলেন, তোমরা পর্দার আড়ালে যাও। ইহা

শ্রবণে হযরত উম্মে ছালমা (রাঃ) বলিলেন, (হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা পর্দার আড়ালে যাইব কেন?) ইবনে মাকতুম সাহাবা কি অন্ধ নহে? সে আমাদিগকে তো দেখিবে না। হযরত (সঃ) বলিলেন হ্যাঁ, সে সাহাবা তো অন্ধ তোমাদিগকে দেখিবে না। কিন্তু তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তো তাহাকে দেখিবে।

এই হাদীসে বুঝা যায়, অন্দর বাড়ীতে কোন পুরুষ নিতে হইলে মেয়েলোকদিগকে পর্দার আড়াল করিয়া লইতে হয় এবং তাহাদিগকে নসীহত করিয়া লইতে হয় তাহারা যেন বেড়ার আড়াল থেকে বেগানা পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত না করে। এদেশে কতক মুসলমান আছে তাহারা বাড়ীতে বরযাত্রী আসিলে জামাতাকে অন্দর বাড়ী নিয়া মধ্যের ঘরে বসাইয়া বিবাহ বাড়ীতে সমস্ত মেয়ে লোকেরা দুলাহের চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া যায়। নিজ শ্বাশুড়ীরা খুব দূরে সরিয়া থাকে কিন্তু শালি, শালাবধূ, ভাবিসাহেবারা একেবারে নিকটবর্তী হইয়া যায় এবং গল্প গুজব আরম্ভ করে এবং রং-ঢংয়ের আলাপ করিতে থাকে। ভাবি সাহেবারা নিজ হস্তে শরবত পান করাইতে থাকে। অপরপক্ষে দুলাহের ভগ্নিপতিরা প্রত্যেকে শালাবধূকে কোলে বসাইয়া মুখখানা দর্শন করিয়া দশ, পাঁচটা টাকা দিতে থাকে। বিবাহ বাড়ীর যুবক যুবতীরা সকলেই একযোগে জামাই দর্শনে শরীক হইয়া যায়। এরূপ অন্দর বাড়ী জামাই নিয়া পাড়া-পরশী যুবক-যুবতীদিগকে দেখান যে ছাফ হারাম ব্যাভিচারী কাজ তাহার কোন কল্পনাই তাহাদের নাই। তাদের কর্তা ব্যক্তিরা বলিয়া থাকে বিবাহ-শাদীতে এরূপ হইয়াই থাকে, এরূপ আনন্দ-উৎসব না হইলে সেইটা তো বিবাহই নয়। আমি মুসলমান ভাইদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাহারা যেন সমাজ হইতে উল্লিখিত জামাই দর্শনী কু-প্রথা তাওবা করিয়া ছাড়িয়া দেয় এবং জামাই বাড়ীতে নিতে ছুন্নত তরিকা অবলম্বন করেন। ছুন্নত তরিকা হইল অন্দর বাড়ীতে এক কোঠাতে বিবাহিতা কন্যাকে সু-সজ্জিতা করিয়া রাখিয়া দিবে এবং কিছু পান, শরবত, মিষ্টান্ন, পিঠা ইত্যাদি তৈয়ার রাখিয়া দিবে এবং সমস্ত লোক উক্ত কোঠা হইতে সরিয়া যাইবে। তৎপরে একা দুলাহকে সেই ঘরে পৌঁছাইয়া দিবে। দুলাহ-দুলহান নির্জনে দেখা সাক্ষাত ও আলাপ-আলোচনা করিবে। **কেহ বলিতে পারেন যে, এরূপ নির্জন বিবাহে আত্মীয়-স্বজনের আমোদ উৎসবটা কি? আমরা বলি বিবাহ প্রথা আত্মীয়-স্বজনের আমোদ উৎসবের জন্য নয়, বিবাহ প্রথা শুধু দুলাহ-দুলহানের আমোদ উৎসবের জন্য। আত্মীয়-স্বজনেরা যেদিন বিবাহ করিবে সেইদিন তাহারা উৎসব ভোগ করিবে।**

www.islamicharf.org

১৩। বেপর্দায় স্বাস্থ্য এবং ধর্ম নষ্ট হয়

হাদীস শরীফে আছে -

اَلْمَرْاَةُ عَوْرَتٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ (اَلتِّرْمِذِىْ)

মূলঅর্থ :- হযরত (সঃ) বলিয়াছেন - মেয়েলোকেরা পর্দার ভিতরের মানুষ, তাহারা যখন পর্দার বাহির হইবে তখন তাহাদিগকে শয়তান সুন্দর চেহারা করিয়া দেখাইবে অর্থাৎ তাহাদের দিকে মানুষের চক্ষু আকর্ষিত হইবে। তাই দেখা যায় একটি মেয়েলোক যাতায়াত করিলে বৃদ্ধ, যুবক, বালক সকলেই তাহার দিকে বার বার তাকাইতে থাকে। একবার কেন, তাহার দিকে শতবার তাকাইলেও চক্ষুর তৃপ্তি মিটে না। ইহাতে প্রথম চক্ষু কলুষিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের পবিত্রতাও নষ্ট হইয়া যায়। অন্তরের ওছওয়াছা দূরীভূত করিতে সক্ষম না হইলে হারামীতে লিপ্ত হয়-অপরদিকে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া মেহ, প্রমেহ ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়।

হযরত (সঃ) বলিয়াছেন -

اِنَّ الْمَرْاَةَ تُقْبِلُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ اِذَا اَحَدُكُمْ اَعْجَبَتْهُ الْمَرْاَةُ فَوَقَعَتْ فِىْ قَلْبِهِ فَلْيَعْمَدْ اِلٰى اِمْرَاَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَاِنَّ ذَالِكَ يَرُدُّ مَا فِىْ نَفْسِهِ - (مُسْلِمٌ)

মূলঅর্থ :- নিশ্চয়ই মেয়েলোকেরা সম্মুখীনভাবে শয়তানের ছুরতে হাজির হইয়া থাকে এবং যখন পিছন দেখাইয়া যায়, তখনও শয়তানের ছুরতেই যাইয়া থাকে অর্থাৎ মেয়েলোকের সম্মুখ, পিছন উভয় দিক দর্শনেই অন্তরে ওছওয়াছা পয়দা হয়। **কাহারও যদি মেয়েলোক দর্শনে অন্তরে ওছওয়াছা পয়দা হয়, তবে সে যেন তখন গিয়া নিজ স্ত্রী ব্যবহার করে, তাহা হইলে উক্ত ওছওয়াছা দূরীভূত হইয়া যাইবে।**

এই হাদীসে পরিষ্কার বুঝা যায়, মেয়েলোক দর্শনে যে বিমার পয়দা হয় সেই বিমার স্ত্রী ব্যবহার ছাড়া দূর হয় না। সুতরাং বুঝা যায়, বিংশতি প্রকার মেহ, প্রমেহ ইত্যাদি সবই মূলতঃ বেপর্দার কারণে পয়দা হইয়া থাকে। সমাজে যে যিনা হারামী, ব্যাভিচারী কাজ যাহা কিছু হইতেছে সবই বেপর্দার ছববে হইতেছে। আল্লাহ্ তা'আলা সমাজের স্বাস্থ্য ও ধর্মরক্ষার জন্যই পর্দা প্রথা ফরজ করিয়াছেন।

১৪। মেয়েলোকদের বেগানা পুরুষের বাড়ী বেড়াইতে যাওয়া জায়েয নহে

দুররুল মোখতার কিতাবে আছে

يَمْنَعُهَا مِنْ زِيَارَةِ الْاَجَانِبِ وَعِيَادَتِهِمْ وَالْوَلِيْمَةِ وَاِنْ اَذِنَ كَانَا عَاصِيَانِ (دُرِّ مُخْتَارٍ)

মূলঅর্থ :- প্রত্যেক পুরুষের অধীনস্থ মেয়েলোকদিগকে বেগানা পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে এবং বিমারী দর্শন করিতে এবং বেগানা পুরুষের বাড়ীতে বিবাহের জিয়াফতে যাইতে নিষেধ জারী করিতে হইবে। আর যদি নিষেধ জারী না করে তাহা হইলে পুরুষ মেয়েলোক উভয়েই গুনাহে পতিত হইবে। প্রকাশ থাকে যে, যাহাদের সঙ্গে কোন সময়ের তরে বিবাহ জায়েয নহে, তাহারা মুহার্‌রাম অর্থাৎ এগানা আর যাহাদের সঙ্গে বিবাহ জায়েয তাহারা গায়রে মুহার্‌রাম অর্থাৎ বেগানা। চাচাত ভাই, মামাত ভাই, ফুফাত ভাই, ধর্মভাই, উকিল ভাই, ধর্ম বাপ, উকিল বাপ, ধর্ম ছেলে, উকিল ছেলে, দোস্ত ভাই, মিতা ভাই, তাঐ ভাগিনা, দেবর, ভগ্নিপতি, স্বামীর ভগ্নিপতি, বিয়াই, সইয়া ইত্যাদি সবই বেগানা পুরুষ। ইহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে যাওয়া, ইহাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করা, ইহাদের বিমার পুরছিকরা, ইহাদের বাড়ীতে বিবাহের জেয়াফতে যাওয়া ছাফ হারাম, গুনাহে কবিরা। *এই জন্যই দুররুলমুখতার কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক পুরুষ অধীনস্থ মেয়েলোকদিগকে উল্লিখিত হারাম কাজে লিপ্ত হইতে বাঁধা প্রদান করিতে হইবে, নচেৎ উভয়েই হারামের গুনাহে লিপ্ত হইবে।*

এদেশের কতক অজ্ঞ পুরুষেরা মেয়েলোকদিগকে বেগানা পুরুষের বাড়ী বেড়াইতে যাইতে বাঁধা দেওয়া তো দূরের কথা তাহারা জিনিস কাপড় হাওলাত করিয়া পর্যন্ত আনয়ন করে এবং পরের জেওরে নিজ বিবিকে সাজাইয়া বিবাহ বাড়ী নিয়া যায়। ভগ্নিপতি, বিয়াই, সইয়া ইত্যাদি কাহারও বাড়ী বেড়ান এদের বাধা থাকে না, এই বেড়ানকে তাহারা গুনাহের কাজ বলিয়া ধারণাও করে না। ইহারা বেগানা পুরুষের বিমার পুরছি করিতে গিয়া তাহাদের হাতে, পায়ে, মাথায়, বুকে হাত বুলাইয়া থাকে। ইহারা বেড়াইতে যাইয়া সইয়া বাড়ীর রামখাসী, ধর্ম বাবার বাড়ীর পাতিল ভরা বাতাসা, ননদীয়া বাড়ীর ফুল পিঠা খাওয়াটা ফরজের চেয়ে জরুরী মনে করে।

এদেশের কতক পুরুষেরা নিজ বিবির উপর গাঢ় বিশ্বাস রাখে। তাহারা মনে করেন, তাহাদের বিবির মনটা যেরূপ শক্ত, কথার যেরূপ

www.islamicharf.org

ঠাট, চক্ষুর যেরূপ দৃষ্টিভঙ্গী তাহাতে তাহারা ব্রহ্মাণ্ড (বিশ্বচরাচর) ভ্রমণ করিয়া আসিলেও ভয়ের কোন কারণ নাই। তাহারা দুলাভাই, সইয়া, মিতার সাথে রাত্রিবাস করিলেও সতীত্ব নষ্ট হইবে না; তাই তাহাদের যে কোন বিবাহ বাড়ী পাঠাইতে ভয় হয় না। কতকে নিজ বিবির তারিফ (প্রশংসা) করিতে গিয়া বলে, আমার স্ত্রী একশত জন পুরুষকে খাদিমদারী করিয়া খাওয়াইতে পারে, শত বাড়ী বেড়াইয়া আসিতে পারে। তাহার আত্মীয়-স্বজনের সাথে আলাপ-আলোচনা করার দরকার হয় না, তাহার বিবি সাহেবার দ্বারাই সমাধা হয়। তাহার বিবির মনটা খুব খাঁটি, পর্দার কোন দরকার হয় না। আজ সমাজ বেপর্দার ছববে কতদূর যে গোল্লায় গিয়াছে তাহা সমাজের ভাল জানা আছে, আর বিস্তারিত ব্যক্ত করার প্রয়োজন হয় না। এক্ষণে সমাজের নিকট অনুরোধ, তাহারা যেন খাঁটি তাওবা করিয়া উল্লিখিত কু-প্রথা ছাড়িয়া দেন এবং উল্লিখিত দুর্‌রুলমুখতার কিতাবের উপর আমল করার জন্য শরায়ী পর্দা করিতে চেষ্টাবান হন নচেৎ দাইউছ শ্রেণীভুক্ত হইয়া জাহান্নামে পতিত হইতে হইবে।

১৫। বেগানা পুরুষের সামনে যুবতী মেয়েলোকদের মুখমণ্ডল খোলা জায়েয নহে

تُمْنَعُ لِلشَّابَّةِ وُجُوْبًا مِّنْ سَكْتِ الْوَجْهِ بَيْنَ الرِّجَالِ لِاَنَّهُ عَوْرَتٌ بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ – (دُرُّمُخْتَارٍ)

মূলঅর্থ :- যুবতীরা যেন তাহাদের মুখমণ্ডলকে বেগানা পুরুষের সামনে জাহের না করে। এই নিষেধ মানিয়া চলা তাহাদের জন্য ওয়াজিব, তাহাদের মুখমণ্ডল বেগানা পুরুষের সামনে জাহের করাই ফাছাদ সৃষ্টির ভয়ের কারণ।

যুবতী মেয়েলোকদের সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া শুধু মুখমণ্ডলখানাই যদি বেগানা পুরুষের সামনে জাহের করা না জায়েয হয়, তবে নদীর ঘাটে গোসল করা হয় কেমন করে? আমাদের দেশে কতক মুসলমান আছে তাহাদের বাড়ীতে কোন পুকুর বা কুয়ার বন্দোবস্ত নাই। তাহাদের যুবতীরা অর্ধ মাইল দূরে নদীর ঘাটেই গোসলের কাজ সমাধা করে। তাহারা যখন দলে দলে গোসলে লিপ্ত হয় তখন তাহারা যে মেয়েলোক তাহা তাহাদের স্মরণ থাকে না, লজ্জা বা শরম কি জিনিস তাহা একেবারে ভুলিয়া যায়। মনে হয় যেন এটা লেংটার রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। অসংখ্য পুরুষও তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গোসলে রত থাকে। তাহারা হাবভাবে দেখায় যেন তাহারা দেশশুদ্ধ ফেরেস্তায় (অর্থাৎ ফেরেস্তা পর্যায়ের মহা খাঁটি মানুষে) পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা

যে এই বাংলাদেশে কয় লক্ষ হইবে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই ফেরেস্তারা (অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে ফেরেশতাদের মত মহা সৎ সাজিলেও মূলতঃ আল্লাহ্‌র হুকুম ভঙ্গকারী চূড়ান্ত নাফরমান ও ফাছেক লোকেরা) কোন্ যুগে মানব জাতিতে (অর্থাৎ- তাওবা করিয়া খাঁটি মানুষে) পরিণত হইবে তাহা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

এই শ্রেণীকে মানব জাতিতে পরিণত করার জন্য বঙ্গবিখ্যাত মোর্শেদে কামেল জনাব মাওলানা কেরামত আলী সাহেব "তাজ কিয়াতুন্নেছা" নামক একখানা কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। বড় আক্ষেপের বিষয় এই যে, তিনিকে মোর্শেদে কামেল বলিয়া গৌরব করে কিন্তু কিতাব খানার উপর আমল করে না।

যে মুসলিম নারীর ইজ্জত রক্ষার জন্য জুম'আ, জামা'আত মাফ হইয়া গিয়াছে সেই নারীদিগকে নদীর ঘাটে গোছল করান হয় কেমন করে? আর এক শ্রেণীর মেয়েলোক দেখা যায় তাহারা পুরুষের মত চাকুরীজীবি হইয়াছে। ইহাদের মোটা চাকুরী হইল হোটেলের মরিচ পিশা, পাকা মরিচ তোলা, নালিয়া লওয়া। (অর্থাৎ- পাট থেকে আশ ভিন্ন করার কাজ) ইহারা মনে করে যে তাহারা যখন গরিবী ঝাণ্ডা উড়াইয়া দিয়েছে তখন তাহাদের গলায় শরীয়তের রশি কেহ পরিধান করাইতে পারিবে না। মউতের আজাব ও কবর আজাব হইতে যে গরীব দুঃখীরাও রেহাই পাবে না, তাহার কল্পনাই তাহাদের নাই। আমি দু'আ করি আল্লাহ্ তা'আলা এদের ঈমান দান করেন।

আর এক শ্রেণীর মেয়েলোক আছে তাহারা উচ্চ শিক্ষিতা হইয়াছে, তাহারা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইয়া যাইতে চান, তাহারা কতকে ডাক্তারখানায়, কতকে টিকেট ঘরে কতকে কাউন্সিলে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বিলাতী মেয়েদের চেয়ে অনেক আগাইয়া গিয়াছে। এরা যেরূপ মর্দামী দেখাইতেছে তাহাতে আমাদের ভয় হয় কোন সময় আল্লাহ্ তা'আলা এদের মরদ (পুরুষ) বানাইয়া ফেলে। আমরা দু'আ করি আল্লাহ্ তা'য়ালা এদেরকেও ঈমান দান করুন।

১৬। বেপর্দাভাবে বিধবা খেদমতের প্রথা জায়েয নহে

হাদীস শরীফে আছে -

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قُلْنَا وَمِنْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَمِنِّىْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِىْ فَاَسْلَمَ – (تِرْمِذِىٌّ)

www.islamicharf.org

মূলঅর্থ :- হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, যে মেয়েলোকের স্বামী বাড়ী নেই সেই মেয়েলোকের কাছে যাইও না; কেননা শয়তান তোমাদের সর্বাঙ্গের রক্তের সহিত প্রবাহিত আছে। আমরা বলিলাম হযরত (সঃ) আপনার অবস্থা কি? হযরত বলিলেন, আমার অবস্থাও ঐরূপ, তবে আমার ভিতরের শয়তানটা মুসলমান হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্ আমাকে সহায়তা দান করিয়াছেন।

এই হাদীসে বুঝা যায়, বিধবা মেয়েলোকের কাছে গায়রে মাহ্রামদের যাওয়া জায়েজ নহে। এদেশের প্রথা আছে কোন মেয়েলোক বিধবা হইলে তাহার খেদমতের জন্য সমস্ত আত্মীয়-স্বজনেরা তাহার চতুর্দিকে ভীড় জমায় এমন কি চাচাত ভাই. মামাত ভাই, খালাত ভাই, ফুফাত ভাই, ধর্ম ভাই, উকিল বাবা, উকিল ভাই, তাঐ, মিতা, দেবর, ভগ্নিপতি, বিয়াই, সইয়া কেহই বাদ থাকে না। বিধবার খেদমত লইয়া সকলেই কাড়াকাড়ি করিতে থাকে। বিধবায় বলে আমার স্বামী যখন চলিয়া গিয়াছে এখন এসব আত্মীয়-স্বজনেরা খেদমত না করিলে তাহার গুজরান চলবে কেমন করে। এই জাতীয় মেয়েলোকেরা নেকাহের কথা শুনিতে পারে না। তারা বলে কপালে যাহা ছিল হইয়া গিয়াছে। এখন তাহারা দুনিয়াতে যতদিন থাকিবে স্বাধীন ভাবেই থাকিবে। নির্বোধ অভিভাবকেরা মনে করেন মেয়ে খুব খাঁটি আছে, নেকাহের দরকার হবে না। উক্ত কু-প্রথার কারণে সমাজে যে কত গুপ্ত খুনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহা সমাজের ভাল জানা আছে। সমাজ যতদিন পর্দা প্রথার কদর না বুঝিবে ততদিন এ খুনের ও পাপের স্রোত বহিতেই থাকিবে। এই শ্রেণীর এক একটা বিধবার সঙ্গে কতশত পুরুষ জাহান্নামী হইয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

১৭। বেপর্দাভাবে মেয়েলোকদের ছফর করা নাজায়েয

কোরআন মজিদের সূরা তাহরীমে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিয়াছেন-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

মূলঅর্থ :- "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্বীয় শরীর এবং পরিবারবর্গকে দোজখের ভীষণ অগ্নি হইতে বাঁচাও"।

এই আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায়, নিজ স্ত্রীকে শরায়ী পর্দায় রাখা ফরজ এবং বিবি নিয়া সফর করিতে হইলে বোরকা পরিধান করাইয়া লওয়া (অর্থাৎ পর্দার ব্যবস্থা করিয়া লওয়া) ফরজ। এদেশের কতক লোক

নিজেকে শিক্ষিত বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু তাহারা পর্দার কোন বন্দোবস্ত করেন না। তাহারা স্ত্রীকে বিলাতী মেয়েলোকের সাজে সু-সজ্জিতা করিয়া আস্তা মেম সাহেব বানাইয়া ফেলিয়াছেন। এরা স্টীমারের থার্ড ক্লাসেই ভ্রমণ করিয়া থাকেন, বিবি সাহেবারা ছিটখানা নিজের ডানপাশেই বিছাইয়া থাকে। পরিচিত বন্ধুরা যাহারা জীবনেও সালাম দেয় নাই, তাহারাও আজ ডবল সালাম জানাইতে থাকে। এদের আলাপের ইতি নাই। মাঝে মাঝে চোক্ষে চোক্ষেও আলাপ হইতে থাকে। মেম সাহেবের বাল্য বন্ধুরাও দলে দলে ভালবাসা জানাইতে আসে। মেম সাহেবের মাথায় মিহি চাদরটুকুও দেখা যায় না; গলার হার, কানের ফুল সর্বদার জন্যই দেখা যাইতে থাকে।

এই শ্রেণীর মেয়েলোকদের খেদমতগারের সংখ্যা গণনা করা যায় না। শুনা যায়, ইহারা সব শ্রেণীর বন্ধুদের বাড়ী বেড়াইয়া থাকে, মনে হয় যেন এরা বিলাতী মেমদের চেয়েও (বেহায়াপনা ও বেপর্দেগীর দিকে) অনেক আগাইয়া গিয়াছে। এরা কোন জাতীয় মুসলমান তাহা ধরা যায় না। তবে অনেকে ধারণা করে এরা শ্রীপদ্ম বা খৃষ্টান জাতীয় মুসলমান হইতে পারে। আমরা দোয়া করি, আল্লাহ্ ইহাদিগকে হেদায়েত করুন।

১৮। স্ত্রী, কন্যা, মা, ভগ্নিকে নিয়া থিয়েটার বাইসকোপ দর্শন করা জায়েয নহে

হাদীস শরীফে আছে -

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٍ الْمَرْأَةِ اِذَا اِسْتَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِىَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِى زَانِيَةً ـ (تِرْمِذِىْ)

মূলঅর্থ :- হযরত (সঃ) বলিয়াছেন- প্রত্যেক চক্ষু যেনাকার যখন কোন একটি মেয়েলোক জেওর-জিনতে সু-সজ্জিতা হইয়া বেগানা পুরুষের মাহ্ফিলে (মিটিং বা সভায়) হাজির হয়, তখন সে মেয়েলোকটা যিনাকার মেয়েলোক বলে পরিগণিত হয়।

আজ কতক মুসলমান আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হইয়াছেন, তাহাদের সব কাজ উচ্চ সাইজের, তাহারা বড় বেশী বসিয়া পেশাব করেন না বরং দাঁড়াইয়া পেশাব করাটাই গৌরব মনে করেন। তাহাদের পিরহান (জামা) নেহায়েত খাট, অতিলম্বা পায়জামা ঝারুর কাজ সমাধা করিয়া থাকে। তাহারা লম্বা দাঁড়ির পরিবর্তে লম্বা মোছ রাখিতেছে। আবার কতকে দাঁড়ি-মোছ সবই কামাইয়া তাহাদের মুখখানা আস্তা

www.islamicharf.org

মেয়েলোকের মুখের ন্যায় বানাইয়া রাখিতেছে, এদের মেয়েরাও অতি উচ্চ ধরনের, এদের লজ্জা বা শরম বলে কিছুই নাই বরং এরা মুখমণ্ডল ঢাকিয়া রাখাটা লজ্জা মনে করে। এরা হিন্দু ও খৃস্টান নারীদের সঙ্গে প্রতিযোগীতা চালাইয়া যাইতেছে। এদের বড় শিক্ষার স্থান হইল থিয়েটার বাইসকোপের হল। তাই তাহাদের মা, ভগ্নি, স্ত্রী, কন্যা সকলেই এই হলে গিয়া ভিড় জমায়। যে মেয়েজাতির ইজ্জত রক্ষার জন্য জুম'আ, জামা'আত মাফ হইয়া গিয়াছে, যেই মেয়েজাতির আজান, ইকামত ও আওয়াজ করিয়া নামাজ পড়া নিষেধ হইয়া গিয়াছে, সেই মেয়েজাতির থিয়েটার, বাইসকোপের হলে প্রবেশ করা কত বড় অপরাধ, তাহা তাহাদের ধারণায়ও আসিতেছে না। মনে হয় যেন তাহারা ধর্ম সম্বন্ধে চির নিদ্রায় বিভোর আছে। তাহাদের ঘুম চিরতরে দূরীভূত করার জন্যই উপরোল্লিখিত হাদীস সমাজের কাছে পেশ করা হইয়াছে। **উক্ত হাদীসে পরিস্কার বুঝা যায়,** যে মেয়েরা থিয়েটার বাইসকোপ দর্শন করিতে যায়, তাহারা যিনাকার মেয়েলোক বলিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে লিখিত হয়। আর যাহারা স্ত্রী, কন্যা, মা ভগ্নিকে নিয়া থিয়েটার বাসইকোপে যাইতেছে তাহারা হাদীস অনুসারে আল্লাহ্‌র দরবারে দাইউছ বলিয়া লিখিত হয়। এদের জন্য (হিসাবান্তে) বেহেস্ত হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে হেদায়েত করুন।

১৯। মোর্‌শেদে কামেলেরও বেগানা আওরাত দর্শন করা জায়েয নহে

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعُ
النَّظْرَةَ بِالنَّظْرَةِ فَإِنَّ لَكَ الْأُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْأٰخِرٰى -

মূলঅর্থ :- হযরত (সঃ) বলিয়াছেন - হে আলী (রাঃ) তুমি নজরের পরে নজর করিও না। কেননা, প্রথম নজর যাহা অনিচ্ছাকৃত হইয়াছে তাহা জায়েয। দ্বিতীয় নজর যাহা ইচ্ছাকৃত হইতেছে তাহা তোমার জন্য নাজায়েয।

এ দেশে কতক লোকের ধারণা মোর্‌শেদে কামেলের জন্য বেগানা আওরাত দর্শন করা নাজায়েয নহে। ইহা একেবারে ভুল ধারণা। যেহেতু সমস্ত পীরের পীর হযরত আলী (রাঃ) সাহেব, তিনির পক্ষেই যখন বেগানা আওরাত দর্শন করা জায়েয নহে, তবে আর কোন্ পীরের জন্য

বেগানা আওরাত দর্শন করা জায়েয হইতে পারে? কোনও পীর বা কোন আলেম যদি বেগানা আওরাতের সঙ্গে দেখা-শুনা জায়েয জানে, তবে সেই আলেমকে গোমরাহ ধারণা করিতে হইবে।

২০। কতক বিদ'আতী পীরেরা মেয়েলোকের প্রেমে মত্ত হইয়া আল্লাহ্‌র গজবে পতিত আছে

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে -

فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ (مُسْلِمٌ)

মূলঅর্থ :- হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং মেয়েলোকদিগকে ভয় কর, নিশ্চয়ই বনী-ইসরাইল বংশধর লোকেরা মেয়েলোকের প্রেমে মত্ত হইয়া আল্লাহ্‌র গজবে পতিত হইয়াছিল।

উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে মানুষকে গুনাহের কাজে লিপ্ত করার জন্য দুইটি চিজ আছে-উহার একটি হইল অর্থ। মানুষ অর্থের লোভে পড়ে চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি বহু পাপে লিপ্ত আছে। দ্বিতীয়টা হইল মেয়েলোক। মানুষ মেয়েলোকের প্রেমে মত্ত হইয়া যিনা, হারামী, ব্যাভিচারী, খুন, জখম ইত্যাদি গুনাহের কাজে লিপ্ত হইতেছে। হযরত মুছা (আঃ) এর জামানায় বনী ইসরাইলরা মেয়েলোকের প্রেমে মত্ত হইয়া যিনা, হারামী করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের উপর আল্লাহর গজব পতিত হইয়াছিল। **এই হাদীসে সাবধান বাণী হইয়াছে যে, উম্মতে মোহাম্মদিরা তোমরা মেয়েলোকের প্রেমে মত্ত হইয়া যিনা হারামীতে লিপ্ত হইয়া আল্লাহর গজবে পতিত হইও না।**

এ দেশে কতক বিদআ'তী পীর আছে, তাহারা মেয়েলোকদিগকে মুরিদ করে, সামনে বসাইয়া তাওয়াজ্জোহ দেয়। তাওয়াজ্জোহর তাছির প্রবল হওয়ার জন্য মুরিদনীকে নিজ বক্ষের সাথে মিলাইয়া দুই এক ঘন্টা এত্তেহাদী ফয়েজ পৌছায়। এই শ্রেণীর পীরেরা নিজের স্ত্রীকে বড় বেশী কাছে ভিড়তে দেয় না। তাহাদের খেদমতও বেশী পছন্দ করে না। এই পীরেরা বলে নিজ বিবি সর্বদা সাথে থাকিলে মুরিদনীগণের হক নষ্ট হইয়া যায়।

এই শ্রেণীর পীরদের বাড়ীর উরুছে হাজার হাজার মেয়েলোক জমা হয়। শুনা যায়, কতক মুরিদনীকে খাছ তা'লীমের জন্য দুই তিন মাস পীরের বাড়ীতে রাখিয়া দেওয়া হয়। মুরিদনীর স্বামীরা মনে করে তাদের নসীব বোলন্দ তাহাদের বিবি সাহেবাদের প্রতি পীরের সু-নজর পতিত

www.islamicharf.org

হইয়াছে। এই শ্রেণীর পীরেরা যখন মুরিদের বাড়ী যায় তখন তাহাদের বৈঠকখানা বা দরবার শরীফটি অন্দর বাড়ীর মধ্য ঘরেই হইয়া থাকে। শুনা যায় এই দরবার শরীফ চব্বিশ ঘন্টার জন্য মশারীতে ঢাকা থাকে। মুরিদনীরা কেহ পাখা নাড়িতে থাকে, কেহ হাত বানাইয়া দেয়, কেহ পাও বানাইয়া দেয়। সময় মত এত্তেহাদী ফয়েজ দ্বারা জজবাও উঠান হয়। শুনা যায় মুরিদানীগো যখন জজ্‌বা উঠে তখন পাড়া পরশির নিদ্রাভঙ্গ হয়। বেশী কিছু লিখার দরকার হয় না। এই শ্রেণীর পীরেরা যে মানবরূপী শয়তান, আখেরী জামানার দাজ্জাল, ইসলামের বড় শত্রু, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহারা তো আল্লাহ্‌র গজবে পতিত আছেই, ইহাদের কাছে যাহারা মুরিদ বা এদের উরুছে যাহারা যোগদান করিতেছে তাহারাও আল্লাহর গজবে পতিত আছে। মাইজ ভান্ডার, সুরেশ্বর, নুরুল্লাপুর, পাবনা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় বাংলাদেশে কয়েক লক্ষ লোক আল্লাহ্‌র গজবে পতিত আছে। এদের উরুছে যত মেয়েলোক জমা হয় হিন্দুদের বড় তীর্থ লাঙ্গলবন্দেও তত মেয়েলোক জমা হয় না। ইহাদের উরুছে শত শত বেশ্যা মেয়েলোক সারা বৎসরের পাপ ধৌত করার জন্য আগমন করিয়া থাকে। ইহারা দিবারাত্র প্রেমের গান গাহিয়া থাকে। এদের উরুছে কত প্রকার গান কত প্রকার বাজনা হয় তাহার ইয়াত্তা নাই।

এদের উরুছে তেলী, যুগী নমঃ শুদ্র, কইদাস সবাই যোগদান করে এবং কলসী ভরিয়া পীরের মাথায় সরিষার তৈল ঢালিতে থাকে, এরা তেলুয়া ফকির নামে অভিহিত হইয়াছে, এদের মাথায় চুল মেয়েলোকের মাথার চুলের চেয়ে অনেক বড়। বেশী লেখার দরকার হয় না। আমি দোয়া করি আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমান-ভাই-বোনদিগকে ঈমান দান করেন, তাহারা ভন্ডপীরদের ধোকাজাল হইতে নাজাত প্রাপ্ত হয়।

২১। দাইউছের জন্য বেহেস্ত হারাম

হাদীস শরীফে আছে -

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمِ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَعَاقُّ الْوَالِدَيْنِ
وَالدَّيُّوْثُ الَّذِىْ يُقِرُّ فِىْ اَهْلِهِ الْخُبْثَ - (نِسَائِىٌّ)

মূলঅর্থ :- হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা বেহেস্ত হারাম করিয়া দিয়াছেন। ❑ **প্রথম** - যে ব্যক্তি শরাব

পান করিতেছে ❑ **দ্বিতীয়**- যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে কষ্ট দিতেছে ❑ **তৃতীয়**- যে ব্যক্তি অধিনস্থ মেয়েলোকদিগকে শরায়ী পর্দায় রাখিতেছে না।

এই হাদীসে বুঝা যায়, শরায়ী পর্দা না করিলে হাশর প্রান্তরে হিসাব অন্তে দাইউছ শ্রেণীভূক্ত হইয়া দোজখে পতিত হইতে হইবে। অতএব প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে শরায়ী পর্দা করা একান্ত জরুরী।

এদেশে কতক মুসলমানের ধারণা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, ত্রিশ রোজা, হজ্জ, জাকাত, কালেমা, শুধুমাত্র এই পাঁচটি আদায় করিতে পারিলেই বেহেস্তের সার্টিফিকেট হইয়া যায় অর্থাৎ দোজখের কোন ভয় থাকে না। এই ভুল ধারণা চিরতরে দূরীভূত করিবার জন্যই বিশ্বনবীর উক্ত হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে যে, দাইউছের জন্য বেহেস্ত হারাম।

জনাব মাওলানা কেরামত আলী সাহেব তার "তাজকিয়াতুন্নেছা" নামক কিতাবে লিখিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুম'আ, ঈদ, এশরাক, চাশ্‌ত, জাওয়াল, আওয়াবীন, তাহাজ্জুদ নামায পাঠ করে, এমন কি দিবারাত্র নামাজ পড়ে এবং সারা বৎসর রোজা থাকে, কিন্তু অধীনস্থ মেয়েলোকদিগকে শরায়ী পর্দায় রাখে না, এই ব্যক্তিকে নেককার লোক বলা যায় না এবং তাহাকে দাইউছ শ্রেণীভুক্ত লোক বলিতে হইবে। **তিনি উক্ত কিতাবে আরো লিখিয়াছেন -**

তাওয়াজ্জুহ্ তা'লীম আমি যত করিলাম.
আছর না হয় কিছু ভাবে বুঝিলাম।
ইল্‌হাম হইল দেলে নাচিজের এমন
বেপর্দা দাইউছের জন্য বেহুদা খাটন।

২২। বেপর্দার জন্য চার দল পুরুষের দোজখ

হাদীস শরীফে আছে -

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ - (بُخَارِىٌّ)

মূলঅর্থ :- হযরত নবী করীম (সঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নেগাহ্‌বান এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার অধীনস্থগণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে।

এই হাদীসে বুঝা যায়, মূলকথা আল্লাহ্ তা'য়ালা হাশরের মাঠে পর্দার বিধান লংঘনকারী প্রত্যেক মেয়েলোকদিগকে বলিবেন হে ঈমানদার মেয়েলোকেরা! তোমাদের জন্য পর্দাপ্রথা মানিয়া চলা ফরজ করিয়া

www.islamicharf.org

দিয়াছিলাম। তোমাদের এই পর্দা প্রথা রক্ষার জন্য তোমাদের জুম'আ, জামা'আত এবং আযান, ইকামত, আওয়াজ করিয়া নামায পড়া সবই মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে তোমরা এই পর্দাপ্রথা অমান্য করিয়াছিলে কেন? মেয়েলোকেরা বলিবে, হে খোদা! আমরা অবলা ছিলাম, তাই আমরা অবিবাহিতা অবস্থায় পিতা বা ভাইয়ের আশ্রয়ে ছিলাম, বিবাহিতা অবস্থায় স্বামীর আশ্রয়ে ছিলাম, বৃদ্ধা বয়সে ছেলের আশ্রয়ে ছিলাম, তাহারা আমাদিগকে পর্দায় কেন রাখে নাই? তাহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হউক। তখন তাহাদেরকে হাজির করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে। তাহারা নিরুত্তর হইয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া যাইবে। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, হে ঈমানদার পুরুষেরা! তোমরা অধীনস্থ মেয়েলোকদিগকে বেপর্দায় রাখিয়াছ। এই জন্য তোমাদিগকে দাইউছ শ্রেণীভুক্ত করিয়া দোজখের হুকুম দেওয়া গেল।

২৩। বিবাহ প্রথা চোখের পবিত্রতা এবং গুপ্ত অঙ্গের পবিত্রতা রক্ষার জন্য

হাদীস শরীফে আছে -

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ - (بُخَارِىٌّ وَ مُسْلِمٌ)

মূলঅর্থ :- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে হযরত নবী করীম (সঃ) বলিয়াছেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের যাহার বিবাহ করার শক্তি আছে অর্থাৎ স্ত্রীর মোহর, খোরাক, পোষাক এবং বিবিকে শরায়ী পর্দায় রাখার ক্ষমতা আছে, তাহার বিবাহ করা উচিত, কেননা বিবাহ করিলে চক্ষুদ্বয় এবং গুপ্ত অঙ্গের পবিত্রতা রাখার ক্ষমতা পয়দা হয়। আর যাহার উক্ত শক্তি নাই তাহার পক্ষে রোজা রাখা উচিত, কেননা রোজাতেও চক্ষুদ্বয় এবং গুপ্ত অঙ্গের পবিত্রতা রক্ষার সাহায্য হয়।

এই হাদীসে পরিস্কার বুঝা যায়, বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হইল চক্ষুদ্বয় এবং গুপ্ত অঙ্গকে পবিত্র রাখা। পুরুষেরা পর স্ত্রী দর্শন করিয়া এবং

পরস্ত্রী ব্যবহার করিয়া অপবিত্র না হয় এবং মেয়েলোকেরা পর পুরুষ দর্শন করিয়া এবং ব্যবহার করিয়া যিনাকার শ্রেণীভুক্ত হইয়া জাহান্নামী না হয় এইজন্য বিবাহ প্রথার প্রচলন হইয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজকে বিবাহ ছাড়া পবিত্র রাখিতে সক্ষম থাকে ততক্ষণ বিবাহ করা সুন্নত থাকে, আর যখন পবিত্র রাখিতে অক্ষম হয় তখন বিবাহ করা ফরজ হইয়া পড়ে। পুরুষেরা চতুর্দিক ভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহাদের চক্ষু একটি মেয়েলোক দর্শনে তৃপ্তি লাভ নাও হইতে পারে। ইত্যাদি কারণে চারজন মেয়েলোক একযোগে বিবাহ করিবার এজাযত রহিয়াছে। এক্ষণে শরীয়তে এরূপ সুন্দর বিধান থাকা সত্ত্বেও পর-স্ত্রী দর্শনের কোন কারণ থাকতে পারে না। মেয়েলোকেরা পর পুরুষ দর্শন করিয়া অপবিত্র না হয় তজ্জন্য বিধবা বিবাহের প্রচলন রহিয়াছে। সুতরাং তাহাদের পরপুরুষ দর্শনের কোনই আবশ্যকতা নাই। *এক্ষণে বিবাহিত পুরুষ ও মেয়েলোকেরা যদি পর-পুরুষ এবং পর-স্ত্রী দর্শনে ক্ষান্ত না হয় তবে তাহাদের বিবাহে শুধু পশু-পক্ষীর মত কামভাব দমনই হইয়া থাকে।*

২৪। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম নেয়া'মত পর্দানিশিন নেক্কার মেয়েলোক

হাদীস শরীফে আছে -

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ - (مُسْلِمٌ)

সংক্ষেপে মূল কথা ঃ হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, মানুষের জন্য সমস্ত দুনিয়াই নেয়ামত বা উপভোগের সামগ্রী। এই সমস্ত নেয়ামতের মধ্যে উত্তম নেয়ামত বা উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে পর্দানিশিন নেক্কার মেয়েলোক।

মানবের উপকারের জন্য সমস্ত জগত' পয়দা হইয়াছে। মানব যতদিন জীবিত থাকে ততদিন সমস্ত জগতেই তাহাদের ফায়দা দান করিয়া থাকে; কিন্তু মেয়েলোক তাহার মৃত্যুর পরও ফায়দা দান করিয়া থাকে। অর্থাৎ- পর্দানিশিন নেক্কার মেয়েলোকের কল্যাণে মানুষের সর্বাঙ্গ ও অন্তর পবিত্র থাকে। কেননা যে ব্যক্তি নিজের বিবিকে শরায়ী পর্দায় রাখিতেছে, সে পর স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না। শালী, শালা

www.islamicharf.org

বধু, ভাবী সাহেব ইত্যাদি কাহারও দিকে নজর করিতে পারে না; কারণ তাহারা বলে, তুমি নিজের স্ত্রীকে মানুষদেরকে দেখিতে দেওনা এখন তুমি পরের স্ত্রী দেখিবে কেন? আবার তাহার জ্ঞানেও বলে আমার স্ত্রীকে এত খরচ করে, এত মেহনত করে শরায়ী পর্দায় রাখিতেছি এখন পরস্ত্রী দর্শন করিয়া দোজখী হইব কেন?

২৫। আল্লাহ্‌র দীদার হাছিল করিতে চাহিলে পর্দানিশিন নেক্‌কার মেয়েলোক বিবাহ করিতে হইবে

হাদীস শরীফে আছে -

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّلْقَى اللّٰهَ طَاهِرًا مُّطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ- (ابْنُ مَاجَة)

মূলঅর্থ :- হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন যে, হযরত নবী করীম (সঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে পাক-পবিত্র অবস্থায় সাক্ষাৎ করিতে চাহে, সে যেন পর্দানিশিন আজাদ মেয়েলোক বিবাহ করে।

এই হাদীসে পরিষ্কার বুঝা যায় পুরুষের সর্বাঙ্গ ও অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য শ্রেষ্ঠতম উছিলা হইয়াছে পর্দানিশিন আজাদ মেয়েলোক। এই পর্দানিশিন আজাদ মেয়েলোকের ছোহবতেই হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদির পবিত্রতা হাছিল হইতে থাকে এবং এই পর্দানিশিন আজাদ মেয়েলোকের সঙ্গলাভেই অন্তরের পবিত্রতা হাছিল হয়। এ দেশের লোকেরা পর্দার কদর বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই পর্দা প্রথা রক্ষার জন্য টাকা-পয়সা ব্যয় করিতে রাজী হয় না। যখন তাহারা পর্দার কদর বুঝিতে পারিবেন তখন তাহারা যাহা সর্বস্ব বিক্রি করিয়া হইলেও পর্দাপ্রথা রক্ষা করিতে রাজী হইবেন।

এ দেশে কতক ধনী শ্রেণীর লোক আছে তাহাদের বিবি সাহেবারা একদম বেপর্দা। তাহারা বিবি সাহেবানদের জন্য পায়খানা, পেশাবের টাট্টি তৈয়ারের পয়সাও ব্যয় করিতে রাজী হয় না। গোসলের কাজ হয়ত নদীর ঘাটেই হইয়া থাকে। বাড়ীতে তালাব বা কুয়ার কথা আলোচনা করিলে কারুণী জাওয়াব শুনাইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের দোতালা ঘরের দিকে তাকাইলে নবাব বাড়ীর রংমহলের কথা স্মরণে আসে, আক্ষেপ তাহারা যদি পর্দার কদর বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে দোতালায়

অতটাকা খরচ না করে ঐ টাকাগুলি শরায়ী পর্দায় খরচ করিয়া আল্লাহর দীদার হাছিলের যোগার করিতেন। এ দেশের প্রায় বাড়ীতেই পিতা-মাতার নামে এরূপ জেয়াফত খাওয়াইয়া হাজার হাজার টাকা ব্যয় করা হইয়া থাকে যাহার শতকরা আটানব্বই জন বেনামাজী, শত শত মেয়েলোকদের অবাধ ভ্রমণ, আক্ষেপ, ইহারা যদি পর্দার কদর বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে ঐ টাকাগুলি ঐরূপ জেয়াফতে ব্যয় না করিয়া স্ত্রীর পর্দার ফরজ কাজে ব্যয় করিয়া আল্লাহর দীদার হাছিলের সুবন্দোবস্ত করিতেন।

এ দেশে কতক মেয়েলোক আছে তাহাদের কাবিনে হাজার হাজার টাকার মহর লিখা আছে। তাহারা হাজার হাজার টাকার জেওর পোষাকও পরিধান করিতেছে। কিন্তু তাহাদের পর্দার কোন বন্দোবস্ত নাই। গোসল কাজ হয়ত সদর পুকুর বা নদীর ঘাটেই হইয়া থাকে। আক্ষেপ, ইহারা যদি পর্দার কদর বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে তাহারা মহরের টাকা বা জিনিস জেওর বিক্রি করিয়া হইলেও শরায়ী পর্দার সুবন্দোবস্ত করিয়া আল্লাহ্‌র দীদার হাছিলের যোগার করিতেন।

দৈনিক মজুরেরা যদি পর্দার কদর বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে তাহারা অর্ধপেট খানা খাইয়াও পর্দার বন্দোবস্ত করিতে উন্মাদ হইতেন। আমি আশা করি, আমার এই পর্দা নামক কেতাবখানা আউয়াল আখের পাঠ করিলে পর্দার কদর বুঝিতে সক্ষম হইবেন। আমি দু'আ করি, আল্লাহ্ তা'আলা সব শ্রেণীর মুসলমান ভাই ভগ্নিদিগকে পর্দার কদর বুঝিবার তৌফিক দান করুন।

২৬। মেয়েলোকেরা কত বৎসরের ছেলেকে দেখা দিতে পারে এবং শিক্ষকেরা কত বৎসরের মেয়েকে পড়াইতে পারে

কোরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিয়াছেন -

اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

মূলঅর্থ :- যে সমস্ত ছেলেরা অবোধ অর্থাৎ স্ত্রী ব্যবহার কি জিনিস তাহা আদৌ বুঝে না তাহাদিগকে মেয়েলোকেরা দেখা দিতে পারে।

এদেশে আত্মীয়-স্বজনের ছেলেরা চৌদ্দ, পনের বৎসর পর্যন্ত বিনা এজাযতে অন্দর বাড়ীতে যাতায়াত করিতে চাহে। তাহাদের বাঁধা দিলে আত্মীয়রা বড় বেজার হন। তাহারা বলে ছোট মানুষের অন্দর বাড়ীতে

www.islamicharf.org

যাওয়ায় পর্দার কি আসে যায়? উপরোল্লিখিত আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায়, যেসব ছেলেরা পশু-পক্ষীর সঙ্গম দেখিয়া আনন্দ অনুভব করে তাহাদেরকে দেখা দেওয়া জায়েয নহে। ইহারা অন্দর বাড়ীতে বিনা এজাযতে গেলে পর্দা নষ্ট হইয়া যায়। যাহাদের ভাগিনা, ভাতিজা আছে তাহাদের শরায়ী পর্দা রক্ষা করা বড় কঠিন। যেসব ভাগিনা, ভাতিজারা শরায়ী পর্দা বুঝে না, পর্দা রক্ষার জন্য তাহাদের সঙ্গে সহযোগীতা বর্জন করা উচিত হয়।

যেসব মেয়েদের পুরুষ ব্যবহার কি জিনিস তাহার আদৌ খবর নাই তাহারা বেগানা পুরুষের কাছে গিয়া পড়াশুনা করিতে পারে। আর যাহারা বুঝে তাহারা স্কুলে বা বেগানা শিক্ষকের সম্মুখে গিয়া পড়াশুনা করিতে পারে না-ইহাই ধর্মীয় আইন। এক্ষণে যাহারা ধর্মীয় আইন মানে না তাহারা তো মেয়েদিগকে উচ্চ শিক্ষিতা করার জন্য বিলাত পাঠাইয়া দিতেছে, তাহারা বিশ বাইশ বৎসরের মেয়েকেও কলেজের সামনের বেঞ্চে বসাইয়া শিক্ষা প্রদান করাইতেছে।

এ যুগের কতক ভদ্র মুসলমানেরা মেয়েদিগকে গান শিক্ষা দেওয়ার জন্য গায়ক শিক্ষকের গলায় জুরিয়া দিয়া থাকে। মেয়েদিগকে হাফপেন্ট না পরাইলে তো তাহাদের ভদ্রতার সনদই মিলেনা। শুনা যায় ভদ্র মেয়েলোকেরা বিবাহ করিতে গিয়া প্রথমে দেখে মেয়ে গান গাহিতে পারে কত তালে, গানের তাল না হইলে তাহাদের শাদীর বরই মিলে না। শুনা যায় কতক ছেলেরা মেয়েদের নাচনাও দেখতে চায়। এই শ্রেণীর মুসলমানেরা গোমরাহীর উচ্চ দরজায় চলিয়া গিয়াছে। ইহারা স্বেচ্ছাচারী মুসলমান। এই মুসলমানদের কারণে প্রতি বৎসর অসংখ্য কবিতা বই রচনা হইতেছে। দোয়া করি আল্লাহ্ তা'য়ালা এদেরকে ঈমান দান করুন। আমিন!

২৭। বেপর্দা মেয়েলোকদিগকে বিবাহ করা উচিত নহে এবং ফাছেক কায়দার ছেলের কাছে মেয়ে বিবাহ দেওয়া উচিত নহে

হাদীস শরীফে আছে -

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَا لِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَا لِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ (بُخَارِىٌّ وَّ مُسْلِمٌ)

মূলঅর্থ :- হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, মেয়েলোকদিগকে বিবাহ করা হয় চারিটি চিজ দেখিয়া ❑ প্রথম- মাল ❑ দ্বিতীয়- বংশ ❑ তৃতীয়- খুব ছুরতী ❑ চতুর্থ- দ্বীনদারী,এঃ তোমরা দ্বীনদারী ছিফতকে মোকাদ্দম (অগ্রাধিকার প্রদান) করিও।

এই হাদীসে বুঝা যায়, যে সব মেয়েরা বেপর্দাভাবে চলে বা পর্দার বিরোধী তাহাদিগকে বিবাহ করা উচিত নহে।

এদেশের কতক মুসলমানেরা পর্দার কদর বুঝে না। এই জন্য তাহারা বিবাহ করিতে গিয়া দেখে বাড়ীটা বংশীয় বাড়ী কিনা? বাড়ীতে বহু লোক বাস করে কিনা, বাড়ীতে দোতালা ঘর বড় রকমের আছে কি না, ছেলেরা দশ-পনের ভাই কিনা, বিয়াই যিনি হইবেন তিনিরা কত ভাই, বিয়াইতে বিয়াইতে খাপ খাইবে কিনা, অনেকে বিয়াইনে বিয়াইনেও খাপ মিলাইয়া দেখে। এইসবে মিল খাইলে ছেলেমেয়ের বড় বেশী খোঁজ লওয়া দরকার মনে করে না। আর যদি কিছু খোঁজ লয় তবে ছেলেমেয়ের চামড়ার রংয়ের খবরই বেশী লইয়া থাকে। ছেলেমেয়ের দ্বীনদারী, অর্থাৎ নামাজ, রোজা, শরায়ী পর্দা বাড়ীতে লেট্রিন, কুপ, পুকুর, পৃথক হাবেলী, ছেলেমেয়ের আদব, আখলাক শিক্ষা ইত্যাদির খোঁজ মোটেই লইতে চায় না, যদি শিক্ষার খোঁজ লয় তাহাও শুধু আধুনিক শিক্ষার খোঁজ লইয়া থাকে, ধর্ম জ্ঞান সম্বন্ধে কোন কল্পনাই নাই।

কতক ছেলেরা উচ্চ বংশের বা দোতালা ঘরের মেয়ে বিবাহ করাটা একটা মহা গৌরবের কাজ মনে করে। হয়ত মেয়ের ভিতরে ধর্মের ঘ্রাণ নাই থাকুক, শ্বশুর-শ্বাশুরী চাই পশ্চিম দিক নাই চিনুক, এই শ্রেণীর লোকেরা ছেলেদের মধ্যে ধর্মের ঘ্রাণ না থাকিলেও কোন দোষণীয় মনে করে না। এদের কাছে যদি উচ্চ বংশের বা দোতালা ঘরের ছেলে হয় তবেই যথেষ্ট। উপরোল্লিখিত ভুল ধারণা দূরীভূত করার জন্যই বিশ্বনবী (সঃ) দ্বীনদার ছেলেমেয়ে দেখিয়া বিবাহ করানোর জন্য হুকুম দিয়াছেন। যতদিন সমাজ এই হাদীসের উপর আমল না করিবে ততদিন সমাজ ভাল হওয়ার আশা করা যায় না।

যেরূপ তেঁতুল গাছে আম ফলের আশা করা যায় না। তদ্রুপ বদকারের ঔরসে বা বদকারের উদরে নেক্কার সন্তানের আশা করা যায় না। দুনিয়ার ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যত আউলিয়ায়ে কেরাম গত হইয়া গিয়াছেন তাহারা সকলেই নেক্কারের ঔরসে এবং নেক্কার বা সৎ মেয়েলোকদের উদরে পয়দা হইয়াছিলেন। আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'য়ালা সকল মুসলমান ভাই ভগ্নিদিগকে এই হাদীসের উপর আমল করার তৌফিক দান করেন।

www.islamicharf.org

২৮। হযরত ঈসা (আঃ) এর মাতা বিবি মরিয়ম (আঃ) তালা মারা পর্দার ভিতরে বসবাস করিতেন

কোরআন মজিদে সূরা আল ইমরানে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিয়াছেন-

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هٰذَا – قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ-

মূলঅর্থ :- হযরত জাকারিয়া (আঃ) যখন বিবি মরিয়মের হুজরা শরীফে প্রবেশ করিলেন, তখন বিবি মরিয়মের কাছে বে-মৌসুমী ফল দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মরিয়ম! এই সমস্ত ফল কোথা হইতে আসিয়াছে। মরিয়ম বলিলেন, এই সমস্ত ফল আল্লাহ্ তা'য়ালার তরফ হইতে আসিয়াছে।

খোলাছাতুত্তাফাছীরে লিখা আছে, হযরত বিবি মরিয়মের মাতা বিবি হান্না বায়তুল মোকাদ্দাসের ইমাম হযরত ইমরানের স্ত্রী ছিলেন। তিনি বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তাহার কোন সন্তান ছিল না। তিনি একদিবস আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে দরখাস্ত করিলেন, হে খোদা তা'আলা! তুমি আমাকে একটি সন্তান দান কর। আমি মানত করিলাম উক্ত সন্তানটি একমাত্র তোমার ইবাদতই করিবে। অর্থাৎ- বায়তুল মোকাদ্দাসের খাদেম বানান হইবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাহার মানত কবুল করিলেন এবং তাহাকে একটি মেয়ে সন্তান দান করিলেন। এই মেয়েটির নাম রাখা হইল মরিয়ম। মেয়েটিকে বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে উপস্থিত করিলেন। এই মেয়েটিকে পালন করার জন্য বহু লোক দাঁড়াইয়া গেলেন। অবশেষে কোড়া বা লটারী করা হইল। তাহাতে মরিয়মের খালু জাকারিয়া (আঃ) স্থির হইলেন।

হযরত জাকারিয়া (আঃ) হযরত বিবি মরিয়মের জন্য একখানা হুজরা তৈয়ার করিয়া তাহার দরজা ভিতরের দিক দিয়া রাখিয়া দিলেন এবং বাহিরের দরজায় একটি তালা লাগাইয়া দিলেন এবং তাহার চাবি নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন। তিনি ছাড়া অন্য পুরুষ বিবি মরিয়মের কাছে যাওয়ার অধিকার রহিল না। তিনি মরিয়মের খানা-পিনা ইত্যাদি হুজরায় পৌঁছাইয়া বাহির দরজাতে তালা লাগাইয়া আসিতেন।

এক দিবস বিবি মরিয়মের হুজরা শরীফে গিয়া বে-মৌসুমী ফল দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে-মরিয়ম, আমি

ছাড়া অন্য কোন পুরুষ তোমার কাছে আসিতে না পারে সেই জন্য বিনা সিঁড়িতে হুজরা তৈয়ার করিয়া বাহির দরজায় তালা লাগাইয়া থাকি। এক্ষণে তালা আটকান অবস্থায় কোন্ পুরুষে তোমার কাছে এই ফলগুলি দিয়া গেল? হযরত বিবি মরিয়ম বলিলেন, খালুজান আপনি ছাড়া কোন পুরুষ আমার কাছে আসে নাই। এই ফলগুলি আল্লাহ্ তায়ালা বেহেস্ত হইতে ফেরেস্তা দ্বারা পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই আয়াতের মর্মে পরিস্কার বুঝা যায় বিবি মরিয়মের তালা মারা পর্দা ছিল।

বর্তমান জামানার উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজ জাতি ঈছাই কলেমা পছন্দ করিয়া থাকেন। ইঞ্জিল কিতাবও পাঠ করিয়া থাকেন। হযরত বিবি মরিয়মের প্রশংসা কীর্তন কম করেন না। কিন্তু বিবি মরিয়মের পর্দা প্রথা পছন্দ করেন না। বরং পর্দা প্রথার উপর কুঠারাঘাত করিয়া নারীদিগকে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় জগত ভ্রমণ করাইতেছে। যাহাদের নবীর মাতা বেগানা পুরুষের কুদৃষ্টির ভয়েতে তালামারা পর্দার ভিতরে বসবাস করিতেন, তাহাদের মেয়েরা আজ উলঙ্গ বদনে জগতের তামাশার পাত্র হইয়াছে।

আজ এই ধর্মহারা নারী জাতির অনুকরণ করিতে গিয়া কত যে হিন্দু, কত যে মুসলমান মেয়েরা নিজের ধর্মের উপর কুঠারাঘাত করিয়া নিজেদেরকে পথিকের তামাশাগাহ সাজাইয়াছে তাহার ইয়াত্তা নাই। এরা যখন নিউ মার্কেটে বা সদর রাস্তায় সারি বেঁধে দলে দলে বাহির হয় তখন তাহাদের দৃশ্য যাহাদের ঈমান নাই, তাহাদের ঈমান খসিয়া নাও পড়িতে পারে, কিন্তু যাহাদের ঈমান আছে, তাহাদের ঈমান খসিয়া পড়িতেই থাকিবে।

আজ যে সমস্ত মুসলমান ইংরেজ জাতির অনুকরণ পছন্দ করিতেছেন তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাহারা যেন বিবি মরিয়মের উল্লিখিত ইতিহাসটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। আশা করি, তাহা হইলে ইংরেজ জাতির অনুকরণের নেশা চিরতরে দূরীভূত হইয়া যাইবে। আর যাহাদের অন্তরটা ধর্মহারা, অর্ধ উলঙ্গ, সাদা নারী শাদি করার জন্য একদম উন্মাদ তাহারাও যেন উল্লিখিত ইতিহাসটি পাঠ করেন। আশা করি যদি ঈমান থাকে তবে সাদির সাধ বদলাইয়া যাইবে।

হযরত বিবি মরিয়ম প্রথম শ্রেণীর পর্দার ভিতরে বসবাস করিতেন বলিয়াই তিনি ইবাদতের দরজায় জগতের ফার্ষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার উদরজাত সন্তান হযরত ঈছা (আঃ) ও ইবাদতে ফার্ষ্ট হইয়াছিলেন।

www.islamicharf.org

আজ যদি আমাদের মেয়েরা পর্দায় থাকিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারাও ইবাদত করিতে সক্ষম হইবেন এবং তাহাদের উদরজাত সন্তানেরাও ইবাদত করিতে ক্ষমতাবান হইবেন। যতদিন দেশে বেপর্দার প্রচলন থাকিবে, ততদিনে এবাদত বন্দেগীর আশা করা যায় না। বেপর্দা দেশে যাহা কিছু বন্দেগী হইতেছে তাহা সাধারনত রছমী বন্দেগী হইতেছে।

যাহাদের সাথে দেখা দেওয়া জায়েয আছে তাহাদের নাম

(১) বাপ (২) চাচা (৩) মামা (৪) দাদা (৫) নানা (৬) আপন ভাই (৭) দুধ ভাই (৮) দুধ বাপ (৯) পুত্র (১০) পুত্রের পুত্র যত নিম্নে যাবে (১১) কন্যার পুত্র নিম্নে যত যাবে (১২) সৎ পুত্র (১৩) সৎ ভাই (১৪) ভাই পুত্র (১৫) বোন পুত্র (১৬) শ্বশুর (১৭) দামাদ (জামাতা) (১৮) বেয়াই দামাদ (দুধ সম্পর্কীয় জামাতা)।

স্ত্রীলোকগণ কিরূপ পুরুষ হইতে পর্দা করিবে না

আঠার পারার ১০ম রুকুতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিয়াছেন

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ -

মূলঅর্থ :- স্ত্রীলোকগণ নিজ শোভা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। কিন্তু প্রকাশ করিতে পারে কেবল নিজের স্বামীর নিকট, পিতার নিকট, স্বামীর পিতার নিকট, ছেলের নিকট, স্বামীর ছেলের নিকট, নিজ (সহোদর বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়) ভ্রাতার নিকট, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগিনেয়ের নিকট, তাহাদের স্ত্রীলোকের নিকট, নিজ দাসীর নিকট, কামবিহীন পুরুষের নিকট যে কেবল পানাহারের জন্য পড়িয়া থাকে এবং এরূপ বালকের নিকট যাহার স্ত্রীলোকের গুপ্তস্থান সম্বন্ধে কোন খবর নাই। প্রকাশ থাকে যে, যাহাদের সহিত চিরস্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম তাহাদিগকে মুহার্‌রাম বলে। যথাঃ ফুফু, খালা, শ্বাশুড়ী ইত্যাদি এদের

সহিত দেখা দেওয়া জায়েয। অস্থায়ীভাবে যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম তাহারা মুহার্‌রাম নহে। যথা-শালী, পরের স্ত্রী ইত্যাদি।

যাহাদের সহিত চিরজীবনে কখনও বিবাহ হইতে পারে না, তাহাদিগকে মুহার্‌রাম বলে

মা, দাদী, নানী, নাতিনী, পুতিনী,
বেটী, ফুফু, খালা আর ভাতিজী ভাগিনী।
দুধমাতা, দুধবোন, শ্বাশুরী, ভগিনী,
এই চৌদ্দজন মুহার্‌রাম দেখা দেওয়া জায়েয একিনী।

যাহাদের সহিত দেখা দেওয়া জায়েয নাই তাহাদের নাম

যাহাদের সহিত বিবাহ দুরস্ত আছে তাহারাই গায়রে মুহার্‌রাম। যথাঃ চাচাত ভাই, মামাত ভাই, ফুফাত ভাই, খালাত ভাই, খালু, ফুফা, চাচাত মামু, দেবর, ভাশুরপুত্র, ননদ, চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর, ভগ্নিপতি, বেয়াই, তাঐ, দেবরপুত্র, ভাশুরপুত্র, ননদপুত্র, ধর্ম বাপ, ধর্ম ভাই ইত্যাদি। **ইহাদের সহিত বিধান অমান্য করিয়া দেখা সাক্ষাৎ করা ও সাক্ষাৎ দর্শনে কথাবার্তা বলা শরীয়ত বিরুদ্ধ, কবিরাহ গুনাহ।**

পর্দা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য

সূরা নূরে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন -

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ الخ - وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ - الخ

মূলঅর্থ :- হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনি ঈমানদার পুরুষদিগকে বলিয়া দিন তাহারা যেন তাহাদের স্বীয় চক্ষুদ্বয়কে বেগানা মেয়েলোক দর্শন থেকে ফিরাইয়া রাখে এবং আপনি ঈমানদার মহিলাদিগকে বলিয়া দিন তাহারা যেন স্বীয় চক্ষুদ্বয়কে বেগানা পুরুষ দর্শন থেকে ফিরাইয়া রাখে।

যাহাদের সাথে চিরস্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম এবং দেখা দেওয়া জায়েয তাহাদেরকেই মুহার্‌রাম বলা হয়।

www.islamicharf.org

মহিলাদের যে সমস্ত পুরুষের সাথে দেখা দেওয়া জায়েয।

(১) বাপ (২) চাচা (৩) মামা (৪) দাদা (৫) নানা (৬) আপন ভাই (৭) দুধ ভাই (৮) দুধ বাপ (৯) পুত্র (১০) পুত্রের পুত্র এবং যত নিম্নে যাবে (১১) কন্যার পুত্র এবং যত নিম্নে যত যাবে (১২) সৎ পুত্র (১৩) সৎ ভাই (১৪) ভাই পুত্র (১৫) বোন পুত্র (১৬) শ্বশুর (১৭) দামাদ (জামাতা) (১৮) রেজাই দামাদ (দুধ পান সম্পর্কীয় জামাতা) ইত্যাদি।

পুরুষদের যেসমস্ত মহিলাদের সাথে দেখা দেওয়া জায়েয।

(১) মা (২) বোন (৩) দাদী (৪) নানী যত উপরে যায় (৫) খালা (৬) ফুফু (৭) শ্বাশুরী (৮) দাদী শ্বাশুড়ী (৯) নানী শ্বাশুড়ী (১০) ছেলের ঘরের নাতীন যত নীচে যায় (১১) মেয়ের ঘরের নাতীন যত নীচে যায়। (১২) ভাগ্নি (১৩) ভাতিজী (১৪) সৎবোন (১৫) দুধবোন (১৬) পুত্র বধু (১৭) সৎ মেয়ে (১৮) মেয়ে ইত্যাদি।

যাহাদের সাথে বিবাহ জায়েয এবং দেখা দেওয়া না জায়েয তাহাদেরই গাইরে মুহার্‌রাম বলা হয়।

মহিলাদের যে সমস্ত পুরুষদের সাথে দেখা দেওয়া না জায়েয

(১) চাচাত ভাই (২) মামাত ভাই (৩) ফুফাত ভাই (৪) খালাত ভাই (৫) খালু (৬) ফুফা (৭) চাচাত মামু (৮) দেবর (৯) ভাশুর (১০) চাচা শ্বশুর (১১) মামা শ্বশুর (১২) ভগ্নিপতি (১৩) বেয়াই (১৪) তাঐ (১৫) দেবর পুত্র (১৬) ভাশুর পুত্র (১৭) ননদ পুত্র (১৮) ধর্ম বাপ (১৯) ধর্ম ভাই (২০) পালক সন্তান (বালেগ হইলে) (২১) উকিল বাপ (২২) উকিল ভাই (২৩) পীর বা উস্তাদ (২৪) বালেগ কাজের ছেলে ইত্যাদি।

পুরুষদের যে সমস্ত মহিলাদের সাথে দেখা দেওয়া না জায়েয

(১) চাচী (২) চাচাত বোন (৩) খালাত বোন (৪) ফুফাত বোন (৫) মামী (৬) মামাত বোন (৭) শালী (৮) বেয়াইন (৯) চাচী শ্বাশুড়ী (১০) মামী শ্বাশুড়ী (১১) ফুফু শ্বাশুড়ী (১২) ধর্ম বোন (১৩) ধর্ম মা (১৪) পালক মেয়ে (১৫) উকিল মা (১৬) উকিল বোন (১৭) চাচাত খালা (১৮) চাচাত ফুফু (১৯) মাঐ (২০) বালেগা কাজের মেয়ে ইত্যাদি।

॥ সমাপ্ত ॥

www.islamicharf.org

ইবাদাত	মোয়া'মালাত	মুহ্‌লিকাত	মুন্‌জিয়াত
১। ইল্‌ম	১। খানাপিনা	১। কেব্‌র	১। তাওবাহ্‌
২। আক্বাইদ	২। নিক্বাহ (পর্দা)	২। হাছাদ	২। ছবর
৩। ত্বহারাত	৩। রোজগার	৩। বোগ্‌জ	৩। শোকর
৪। নামাজ	৪। হালাল-হারাম	৪। গজব	৪। তাওয়াক্কুল
৫। জাকাত	৫। দুস্তি-ছোহবাত	৫। গীবত	৫। ইখ্‌লাছ
৬। রোজা	৬। নির্জন বাস	৬। হেরছ	৬। খাওফ
৭। হজ্জ	৭। ছফর	৭। কেজ্‌ব	৭। রজা
৮। তেলাওয়াতে কোরআন	৮। পিতা-মাতা সন্তান গং হক	৮। বোখ্‌ল	৮। মুহাব্বত
৯। জিকির ও দোয়া	৯। আত্মীয় স্বজন এতিম, মিছকিন প্রতিবেশি গং হক	৯। রিয়া	৯। মোরাকাবা
১০। তারতীবুল আওরাদ	১০। পীর (মোর্শেদ) ও মুরীদের হক	১০। গুরুর বা মোগালাতা	